চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 31 August 2019 ■ আগরতলা, ৩১ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১৩ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসাথে হলে রাষ্ট্রের উন্নতি হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

## বিধানসভায় বেসরকারি প্রস্তাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই ভারতের সর্বত্র একই সঙ্গে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক দেশ এক নির্বাচন সম্ভব হলে রাষ্ট্রের উন্নতি হবে। জনকল্যাণে কাজ করার জন্য আরও বেশি সময় পাওয়া যাবে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস আনীত এক বেসরকারি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এভাবেই প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়েছেন।

এদিন আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। তবে, বিরোধীরা এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করেছেন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের মতে, এক দেশ এক নির্বাচন হলে প্রেসিডেনশিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট অথবা রাষ্ট্রপতিশাসনের ধাঁচে সরকার গঠন হবে। তা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী বলে দাবি করেন তিনি।

বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস-এর আনা মূল প্রস্তাবটি ছিল 'বাস্তবতা তথা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ভারতবর্ষের সর্বত্র একই সঙ্গে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।'

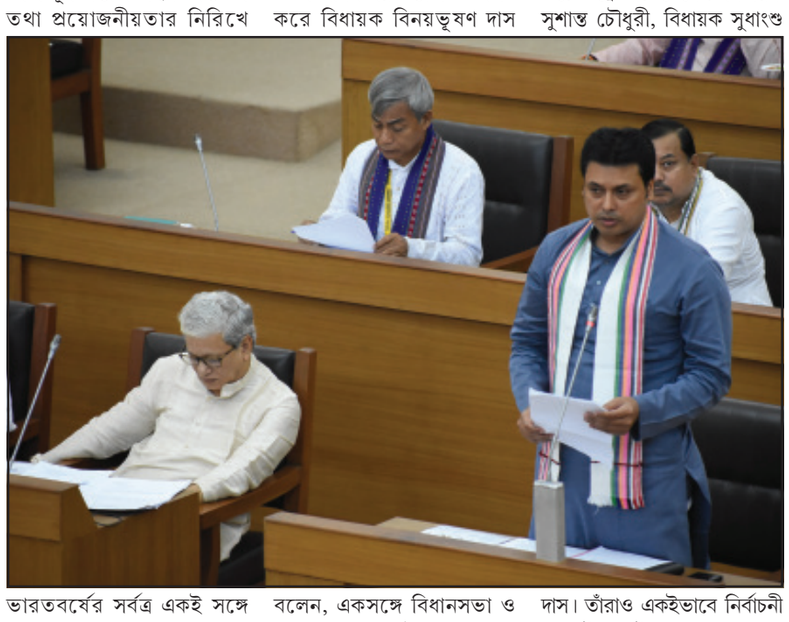

বিধানসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস বলেন, একসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভার ভোট করা গেলে নির্বাচনী ব্যয় কম হবে। উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য আরও বেশি সময় পাওয়া যাবে। প্রস্তাব সমর্থন করে আলোচনা করেন ট্রেজারি বেঞ্চের বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক সুধাংশু দাস। তাঁরাও একইভাবে নির্বাচনী ব্যয়, উন্নয়ন ইস্যুতে বক্তব্য পেশ করেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাঁর কথায়, এক দেশ এক নির্বাচন প্রথা চালু হলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে গণতন্ত্র। কারণ ওই পদ্ধতিতে অনেক জটিলতা রয়েছে। ফলে, ওই সব জটিলতার কারণে পদ্ধতির বাস্তবায়নে মূল সমস্যা দেখা দেবে।

তাঁর কথায়, এক দেশ এক নির্বাচন চালু হলে প্রেসিডেনশিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট অথবা রাষ্ট্রপতি শাসনের ধাঁচে সরকার গঠন হবে। তা সংবিধান বিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী। তাঁর দাবি, ওই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আঘাত করা হবে। শুধু তা-ই নয়, গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করা হবে। তাই, এই প্রস্তাবের তিনি সমর্থন করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আহূত সর্বদলীয় বৈঠকের উল্লেখ করে বলেন, একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট করার জন্য আলোচনায় ৪০টি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাতে ২১টি দলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দেশীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট।।** মুষড়ে পড়া দেশীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে শুক্রবার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, অন্ধ্র ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংকের মতো বেশ কয়েকটি ব্যাংক মিশিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণার ফলে ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কমে হবে ১২টি।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, মোট ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংযুক্তিকরণ হবে। প্রতিটি ব্যাংকেই আর্থিক সাহায্য করবে সরকার। এর জন্য মোট ৫৫,২৫০ কোটি খরচ হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে শক্তিশালী করতে একটি বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে একাধিক ছোট ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দেওয়ার নীতি নিয়েছে কেন্দ্র। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা, মিশে যাচ্ছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাংক। সংযুক্তিকরণের পরে ব্যবসার অঙ্কের নিরিখে নতুন ব্যাঙ্কটি হবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম।

এছাড়াও ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, অন্ধ্র ব্যাংক এবং কর্পোরেশন ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের ফলে মোট ১৪.৫৯ কোটির ব্যাংকিং ব্যবসা মিশে যাবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। মিশে যাচ্ছে কানাড়া ব্যাংক ও সিন্ডিকেট ব্যাংকও। এই দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের ফলে ১৫.২০ লাখ কোটির ব্যবসা-সহ সৃষ্টি হবে ব্যবসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন দ্বিগুণ হচ্ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** দ্বিগুণ বাড়তে চলেছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-সহ উপ-মুখ্যমন্ত্রী, অন্য মন্ত্রী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা, মুখ্যসচেতক এবং বিধায়কদের বেতন-ভাতা। আজ বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ এ-সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পেশ করেছেন।

নয়া সংশোধনী বিল অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীর ৫৩,৬৩০ টাকা, উপ-মুখ্যমন্ত্রীর ৫২,৬৩০ টাকা, অন্য মন্ত্রীদের ৫১,৭৮০ টাকা, বিরোধী দলনেতার ৫১,৭৮০ টাকা, অধ্যক্ষের ৫১,৭৮০ টাকা, উপাধ্যক্ষের ৫০,৫১০ টাকা মুখ্য সচেতকের ৫১,৭৮০ টাকা এবং বিধায়কদের ৪৮,৪২০ টাকা বেতন হবে।

এছাড়াও অন্যান্য ভাতাও বাড়ছে তাঁদের। এদিকে, বেতন বাড়ার পাশাপাশি বাড়তে চলেছে পেনশনও। বিলের সংশোধনী মোতাবেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# চূড়ান্ত এনআরসি আজ পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন, প্রয়োজনে নামানো হবে সেনা বাহিনী

**গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট।।** আগামীকাল ৩১ আগস্ট জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-কে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য যে-কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত পুলিশ প্রশাসন। জানিয়েছেন অসম পুলিশের মহানির্দেশক কুলধর শইকিয়া। তিনি জানান, আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত ১৪৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আনা হয়েছে। বহু দলে বিভক্ত করে তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে তাঁদের মোতায়েন করা হয়েছে নিম্ন অসমের স্পর্শকাতর জেলা এবং দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায়। তাছাড়া নির্দিষ্ট কিছু অতি স্পর্শকাতর এলাকায় তৈরি রাখা হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও। ডিজিপি আরও জানান, এনআরসি-কে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় উসকানিমূলক বা গুজব সংক্রান্ত ম্যাসেজ সম্প্রচার করা হচ্ছে কি না তার উপরও বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। এর জন্য ব্যবহার হচ্ছে সাইবার ডোম সফটওয়ার।

ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে পর্যালোচনা করে অসম পুলিশ ছাড়া কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষী আরও ২৫৪ কোম্পানির প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়েছিল। বর্তমানে এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ১৬৪ কোম্পানি নিয়োজিত রয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার জন্য নিয়োজিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৫৫ কোম্পানি সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের গৃহ দফতর কম করেও অতিরিক্ত আরও কোম্পানি বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়কে চিঠি লিখেছিল। রাজ্যের পুলিশ-প্রধান শইকিয়া বলেন, এনআরসি-কে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে কোনও খামতি রাখা হয়নি। তবে তাঁর বিশ্বাস, যতটা আশঙ্কা করা হচ্ছে, তার কিছুই হবে না, অসমের মানুষ শান্তিপ্রিয়, তাই কোনও গণ্ডগোল না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

প্রসঙ্গত, আগামীকাল ৩১ আগস্ট জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত এনআরসি-তে যাঁদের নাম থাকবে না তাঁরা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রামাণিক তথ্য-সহ আবেদনের জন্য ১২০ দিন সময় পাবেন।

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এনআরসি-র প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ২০১৮ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ১২০০০ অশিক্ষক পদ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ অ্যাডহক শিক্ষকদের বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি চাকরি নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করেছিলেন বিরোধীরা। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের কৌশলী জবাব এবং ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যদের চাঁচাছোলা আক্রমণে শেষে উত্থাপিত প্রস্তাব প্রত্যাহারের আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সাথে ট্রেজারি বেঞ্চের সংশোধনী প্রস্তাবটিও প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানান তিনি। তাঁর আবেদনে ট্রেজারি বেঞ্চ সম্মত হয়ে দুটি প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আজ বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাফ জানিয়েছেন, ১২০০০ অশিক্ষক পদ অবলুপ্তি হয়ে গেছে। ফলে, ওই সব পদে নিয়োগের কোনও সম্ভাবনা নেই।

শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ অ্যাডহক শিক্ষকদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষক অথবা অশিক্ষক পদে সরকারি চাকরি নিশ্চিত করা সংক্রান্ত বেসরকারি প্রস্তাব আনেন সিপিএম বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী। তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুশান্ত চৌধুরী এবং মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ও সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। আইনসঙ্গতভাবে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ অ্যাডহক শিক্ষকের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব আনেন তাঁরা।

এই দুটি প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা সরকার চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ জন অ্যাডহক শিক্ষকের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু, আইনবিরুদ্ধ কোনও পদক্ষেপ নেবে না সরকার। তাঁর কথায়, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের পাপের বোঝা এখন আমাদের বইতে হচ্ছে। কারণ, গৌহাটি হাইকোর্টের রায় মেনে ৩৮৪ জন চাকরি প্রত্যাশীর চাকরি দেওয়া হলে আজ ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তেন না। তাঁর বক্তব্য, পূর্বতন সরকার নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকেই চাকরি দিয়েছে। তাই হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। তাতে নিয়োগ নীতিতে ত্রুটির জন্য ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও ওই রায় বহাল রেখেছে। তবুও বর্তমান সরকার ২০২০ সালের মার্চ ৩১ পর্যন্ত তাঁদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য তদ্বির করেছে। তাতে সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিয়েছে।

কিন্তু সিপিএম বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে বলেন, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ১২০০০ অশিক্ষক পদ বাতিল করেনি। বরং ওই পদে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই ওই ১২০০০ অশিক্ষক পদে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের নিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু আপনাদের চিন্তাধারা তাঁদের চাকরিতে কোপ পড়বে বলেই মনে হচ্ছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাধারঘাটে বামফ্রন্ট মনোনিত সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** ১৪ নং বাধারঘাট তপশিলী জাতি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বুল্টি বিশ্বাস। তিনি বর্তমানে আগরতলা পুর পরিষদের মেয়র ইন কাউন্সিল মেম্বার। যোগ্যতা মাস্টার ডিগ্রি। তারা স্বামী স্ত্রী দুজনই বেকার। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মেয়র ইন কাউন্সিল মেম্বার পদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য তার উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তিনি তা প্রতিহত করে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বামফ্রন্ট আপোষহীন এই নেতৃকে বাধারঘাট কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছে। তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বাধারঘাট বিধানসভা এলাকার সমস্ত ভোটারদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে সিপিআইএম-এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিধানসভায় আলাদা পরিচিতি আইপিএফটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** বিধানসভায় আলাদা পরিচিতি পেল আইপিএফটি। শাসক জোট শরিক হয়েও আজ তাঁদের দাবি মেনেই বিধানসভায় পৃথক বসার আসন বরাদ্দ করেছেন অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাস। আইপিএফটি-র দুই মন্ত্রী অবশ্য নির্দিষ্ট আসনেই বসেছেন। তবে, তাঁদের দলের বাকি ছয় বিধায়ক আজ আলাদা আসনে বসেছেন।

জোট শরিক হিসেবে বিধানসভার প্রথমদিন থেকেই একত্রে বসতেন শাসক জোটের সদস্যরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# সম্পত্তি বিক্রি করে চিটফান্ডে প্রতারিতদের আমানত ফেরত দিতে বিধানসভায় সরব বিধায়ক সুদীপ বর্মণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** চিটফান্ড সংস্থা রোজভ্যালীর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি না করে রাজ্য সরকার নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের বদলে আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাই আজ বিধানসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশনে জনস্বার্থে এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বক্তব্য দাবী করেন তিনি। জবাবে অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা তাঁর এই ভূমিকার প্রশংসা করে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এদিন, সুদীপ রায়ন বর্মন জানান সম্প্রতি আগরতলা শহরে রোজভ্যালীর একটি বহুতল ভবন আদালতের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর। জনগণের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে চিটফান্ডের দ্বারা প্রতারিত আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকা ফেরত দেওয়ার।

চিটফান্ড সংস্থাগুলির স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা প্রতারিত আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া উচিত। কিন্তু, সম্প্রতি নগরোন্নয়ন দপ্তর একটি বহুতল ভবন ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও এসমা নিয়ে বিধানসভায় প্রতিবাদ বিরেধীদের, ওয়াকআউট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব আনেন বিরোধীরা। কিন্তু, অধ্যক্ষ তা খারিজ করে দেওয়ায় প্রতিবাদে তাঁরা ওয়াকআউট করেন। বিরোধীদের দাবি, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, আগামী সোমবার সূচি অনুযায়ী গৃহ দফতর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেবে। ওইদিন এ-বিষয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব দেন তিনি। কিন্তু, বিরোধীরা তাতে রাজি হননি।

ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন শূন্যকালে বিরোধী উপ-নেতা বাদল চৌধুরী রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুলতবি প্রস্তাব আনেন এবং আলোচনার দাবি জানান। কিন্তু, অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাস

বিরোধীদের আনা মুলতবি প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এতে বিরোধী বিধায়ক ভানুলাল সাহা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইতিপূর্বেও এ-বিষয়ে মুলতবি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু তখনও অধ্যক্ষ অনুমতি দেননি। এর পরই সব বিরোধী সদস্য মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনার দাবিতে হইহট্টগোল শুরু করেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য বলেন, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। তবে, আগামী সোমবার সূচি অনুযায়ী গৃহ দফতর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেবে। তখন এ-বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, প্রস্তাব দেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, পূর্বতন সরকারের জমানায় আইন-শৃঙ্খলার হিসাবের সঙ্গে গত ১৫ মাসে রাজ্যের পরিস্থিতির তুলনা করে দেখা নেওয়া উচিত।

কিন্তু বিরোধীরা তাতে দমে যাওয়ার ছিলেন না। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার তখন অভিযোগ করেন, বিধানসভায় বলপূর্বক বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই, প্রতিবাদে তাঁরা ওয়াকআউট করবেন জানিয়ে সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান।; এদিকে, আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যের পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার চার

## গুয়াহাটি স্টেশনে পুলিশের জালে ত্রিপুরার যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।** অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরে ড্রাগস-সহ দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। তাদের একজনের বাড়ি করিমগঞ্জ (অসম) জেলার রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত আনিপুরে এবং অন্যজন পানিসাগর থানা এলাকার চামটিলায়। ধৃতদের হেফাজত থেকে বহু লক্ষ টাকার মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পানিসাগরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার শেষরাতে এবং শুক্রবার পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা। জানান, আজ সকালে পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রামনগর এলাকায় অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ড্রাগস পাচারকারীদের পাকড়াও করতে ওত পেতে বসেছিলেন। বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী গাড়িতে তালাশি চালিয়ে এক যুবককে আটক করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। ধৃতকে হুসেন আলি (২৯) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ধৃতের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস জানান, তার বাবার নাম ফুরকান আলি। তাদের বাড়ি অসমের করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানার আনিপুর ৬২ হাল এলাকায়। হুসেনের হেফাজত থেকে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকার মোট ছয়টি হেরোইনের পাউচ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটে ১২ গ্রাম করে হেরোইন রয়েছে। ধৃত হুসেন আলির বিরুদ্ধে পানিসাগর থানায় এনডিপিএস আইনের বলে মামলা রুজু হয়েছে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস।

এছাড়া বৃহস্পতিবার শেষ রাতে টহলের সময় চামটিলা সংলগ্ন ট্রাইজংশন এলাকায় হানা দিয়ে প্রথমে একটি সন্দেহভাজন ওয়াগন-আর আটক করে এক মাদক-সহ এক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২০টি হেরোইনের কৌটা এবং ৪৫০টি নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা। এই নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা হবে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস। চামটিলায় ধৃত ড্রাগস কারবারি যুবকের নাম বিজয়বিক্রম রায় (২১)। তার বাবার নাম রাখাল রায়।

এসডিপিও জানান, দুই ধৃতকে আজ ধর্মনগরের বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তাদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া বাজেয়াপ্তকৃত নেশা সামগ্রীগুলো পরীক্ষার জন্য আগরতলায় ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো প্রেরণ করা হয়েছে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩১৯ ▫ ৩১ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ১৩ ভাদ্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## দেশের অখণ্ডতা

দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য দেশের সব নাগরিকরাই আন্তরিক। যে কোনও বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দেশপ্রেমীক জনগণ এবং বীর সেনানীরা প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাহারা মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করিয়া কাশ্মীরের জনগণের নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। দিল্লি হইতে অনেক বাক্য ধ্বনিত হইতেছে কাশ্মীর প্রসঙ্গে—সবই অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কোনও ঝামেলা নাই, উপত্যকায় শান্তি বিরাজ করিতেছে। ফোন বা ইন্টারনেট বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাণহানি হইতেছে না। পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক। রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক হইতে শুরু করিয়া বিজেপি মন্ত্রিবর্গ, সকলেরই এক রা। সিদ্ধান্ত করা যায়, পরিস্থিতির 'স্বাভাবিকতা' বলিতে তাঁহারা কেবল বোঝেন প্রাণহানি হইতেছে কিনা। অথচ, স্পষ্ট করিয়া কিছু জানিবার উপায় না থাকিলেও অস্পষ্ট ইশারা ও টুকিটাকি খোঁজখবর বলিতেছে, সেখানে স্বাভাবিকতার লেশমাত্র নাই। সাধারণ মানুষ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ঘরের মধ্যে থাকিতেছেন। কয়েক হাজার মানুষ বিনা দোষে, স্রেফ সন্দেহবশে, গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিনা কারণে বাবা-মায়ের সম্মুখ দিয়া অপরিণত বয়স্ক ছেলেদের উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার আশা নাই। সংবাদ বলিতেছে, জনৈক ডাক্তার যখন প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতেছিলেন কীভাবে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষ কেমোথেরাপি বন্ধ হওয়ায় বিপদগ্রস্ত—মিনিট কয়েকের মধ্যে সেনাবাহিনী তাঁহাকে ধরিয়া অজানা ডেরায় লইয়া গিয়াছে, পরিবারের কেহ খেনও জানেন না তাঁহার কী গতি হইল। প্রতিবেশী মানুষের দুর্দশা সহ্য না করিতে পারিয়া বাহির হইয়া আসিবার দণ্ড দিচেছেন ওই চিকিৎসক—স্বাভাবিকতার এমনই হাল। স্বাধীনতা গিয়াছে সংবাদমাধ্যমেরও। কাশ্মীরের সাংবাদিকরা অনেকেই গ্রেপ্তার, বা গৃহবন্দি, বা জিজ্ঞাসাবাদে নাস্তানাবুদ। রাজ্যপাল বলিয়া দিয়াছেন, দরকারে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন বন্ধ থাকিবে। অর্থাৎ, 'স্বাভাবিকতা' বলিতে ভারতীয় নাগরিক যাহা বুঝিয়া থাকেন, কাশ্মীর তাহা হইতে বহু দূরে। প্রশ্ন উঠিবে, এতখানি বজ্র আঁটুনির কারণ কী। কেন রাহুল গান্ধি হইতে সীতারাম ইয়েচুরি, সকল নেতাকে এইভাবে আটকানো হইতেছে। শেষ অবধি ইয়েচুরি যদিও সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশবলে বলীয়ান হইয়া শ্রীনগরে অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে গন্তব্যে লইয়া যাইতে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, এত সবের দরকার হইতেছে প্রতিবাদ-আন্দোলনের তীব্রতার ভয়ে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশঙ্কায়। অর্থাৎ স্বাভাবিকতা বিষয়ে সরকার যাহাই বলুক, আসল কথা, কাশ্মীরকে নিজের 'স্ব-ভাবে' ফিরিতে দিলে সে এই নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফুঁসিয়া উঠিবে। দেশবাসী তাহা জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার তো জানেই। লক্ষ্যণীয়, এই প্রতিরোধ কিন্তু কেবল পাক-সমর্থিত জঙ্গি, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কিংবা পাথর-ছোড়া বিক্ষুব্ধ বাহিনীর দিক হইতেই আশঙ্কা করা হইতেছে না। সাধারণ শান্তিকামী জনসমাজের উপরও সরকারের যে আস্থা নাই, সংবাদমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা হইতে তাহা স্পষ্ট। সর্বোচ্চ আদালতে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা হইয়াছে। আদালত জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে জবাবদিহি করিতে বলিয়াছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক স্বাধীনতার প্রথম শর্ত। অথচ কেবল তিনশত সত্তর ধারা প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে নহে, তাহার বেশ কয়েক মাস আগে হইতেই কাশ্মীর উপত্যকায় সংবাদপত্রগুলির উপর চাপপ্রদান, এবং সম্পাদক ও রিপোর্টারদের উপর রীতিমতো নির্যাতন চলিতেছে। অতীব দুর্ভাগ্যজনক-যে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রথম কাজ দেশময় সংবাদ-স্বাধীনতার সুরক্ষা, তাহাও এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলি নির্দেশেই চালিত। ভারতীয় সাংবাদিকদের বিবিধ সংগঠন কঠোর ভাষায় প্রতিকার দাবি করিলেও এখনও পর্যন্ত কাশ্মীরের সংবাদমাধ্যমের ফাঁস ঢিলা হইবার ইঙ্গিত নাই। বিচার বিভাগের নির্দেশেও যদি সরকার এই আসুরিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটায়, তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বনাশের ঘণ্টাটি কাশ্মীরই বাজাইতে চলিয়াছে। এই ধরনের পরিস্থিতি সামলাইতে না পারিলে হিতে বিপরীত ঘটিবার আশঙ্কাকে কোনও ভাবেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

## উত্তর প্রদেশে প্রতাপগড়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়াল, ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু দম্পতির

প্রতাপগড় (উত্তর প্রদেশ), ৩০ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়ালঊ সেই সময় ওই বাড়ির সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিলেনঊ ঘুমন্ত অবস্থাতেই মৃত্যু হল দম্পতিরঊ বৃহস্পতিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে প্রতাপগড়ের কুন্দা কোতওয়ালি থানার অন্তর্গত 'লারু কেসরি কা পূর্বা' গ্রামেঊ মৃত স্বামী-স্ত্রীর নাম হল, শিব বাহাদুর সরোজ (২৬) এবং কন্যা দেবী (২৪)।

এএসপি (পশ্চিম) দীনেশ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে কুন্দা কোতওয়ালি থানার অন্তর্গত 'লারু কেসরি কা পূর্বা' গ্রামে আচমকাই ভেঙে পড়ে বাড়ির দেওয়ালঊ সেই সময় বাড়ির ভিতরে ঘুমিয়ে ছিলেন শিব বাহাদুর ও তাঁর স্ত্রী কন্যা দেবীঊ ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরা।

## জুম্মার নমাজের পর হিংসার আশঙ্কা শ্রীনগরে বন্ধ শুক্রবারের নমাজ

শ্রীনগর, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : জুম্মার নমাজের পর হিংসার আশঙ্কায় জামিয়া মসজিদ সহ অন্যান্য বড় মসজিদে বন্ধ রইল শুক্রবারের প্রার্থনা। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের মহল্লার মসজিদে নমাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আগাম সতর্কতা হিসাবে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কাশ্মীর ঘাটির অনেকগুলি স্থানে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

শ্রীনগর সহ অন্যান্য শহরে দোকানবাজার, অস্থায়ী দোকান এবং সাধারণ মানুষের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। এদিন হিংসাত্মক ঘটনার আশঙ্কায় শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদ এবং অন্যান্য বড় মসজিদগুলিতে নমাজ পড়ার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরে কাশ্মীরের কিছু এলাকায় পাথর ছোঁড়াছুঁড়ির ঘটনা ঘটেছে। সংবেদনশীল এলাকা বাদে অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে দাবি করছে প্রশাসন। সংবেদনশীল এলাকায় জনগণের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

## মোসার বেয়ার মামলা : আরও চারদিন ইডি হেফাজতে রাতুল পুরী

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : অস্বস্তিতে রাতুল পুরী। মোসার বেয়ার মামলায় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর বিশেষ সিবিআই বিচারপতি সঞ্জয় গর্গের সামনে পেশ করা হবে অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া ফার্ম মোসার বেয়ারের সিএমডি রাতুল পুরীকে। রাতুল পুরীর বিরুদ্ধে ইডির মামলায় শুক্রবার আরও চারদিনের ইডি হেফাজত বাড়িয়ে দিল দিল্লির আদালত।

এর আগে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণা মামলায় রাতুলকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। গত ১৮ আগস্ট এই ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে সিবিআই। ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণা মামলায় সোমবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে রাতুল পুরীকে। রাতুল, তাঁর বাবা তথা মোসার বেয়ারের প্রোমোটার দীপক পুরী, মা নীতা পুরী ও অন্যান্যদের বাড়িতে এবং অফিসে হানা দিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। মোসার বেয়ার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর বিশেষ সিবিআই বিচারপতি সঞ্জয় গর্গের সামনে পেশ করা হবে রাতুল পুরীকে।

# নেতাজীর চিতাভস্মের ডি এন এ পরীক্ষা আজও সম্ভব হয়নি

শান্তনু রায়

২৮শে আগস্ট ১৯৭৮। সংসদে সেদিন চরম উত্তেজনা। নেতাজির অন্তর্ধানের ব্যাপারে খোসলা কমিশনের ১৯৭৮ সালের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ (বর্তমানে প্রয়াত) আনীত এক প্রস্তাবের আলোচনায় সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এক ঐতিহাসিক বিবৃতিতে শাহরওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সরকারের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে .....Since then reasonable doubts have been cast on the correct ness of the conclusions reached in the reports and various inportant contra dictions in the testimony of the wit ness have been noticed,some further contemporary official documents records have also become available.In the light of those doubts and contradictions and these Govemment find it difficult to accept that the earlier conclusions are decisive.

সরকারের তরফে এমন ঘোষণায় আপাতসন্তুষ্ট শ্রীগুহ তাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন, হয়ত অন্তরের এই আহ্বানে যে ভগবানজি ওরফে গুমনামী বাবাই নেতাজি যিনি সত্বর আত্মপ্রকাশ করবেন।

কিন্তু এর প্রায় পাঁচ মাস পর ১৯৭৯ এর ২২ শে জানুয়ারি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে অনধানবনতাবশত অধ্যাপক গুহ একটি সুপাইস্পেজাইড ছবির ভিত্তিতে, কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে ফেললেন যে, নেতাজি জীবিত আছেন এবং তিনি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন এক ঘোষণা করা তাৎক্ষণিক আলোড়ন উঠলেও অবিলম্বেই কংগ্রেসের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তিনি। এবং বাস্তবে এমন কোনও আবির্ভাব না ঘটায় কঠিনভাবে সমালোচিত হন বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা এবং তাঁর এই অদূরদর্শিতায় রাজনৈতিক পরিসরে পরিহাসের সম্মুখীন হন। অস্বস্তিতে পড়েন মহমমী ও সমমতাদর্শীরা। অথচ সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী। অনুরাগী হিসাবে তিনি সংসদে প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় পরিসরে সেই মহাক্ষত্রিয় -এর প্রতি চলমাম কৃতঘ্নতা লক্ষ্য করে এক বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শপথে রাষ্ট্রীয় মঞ্চে যোগ্য মর্যাদায় তাঁর অধিষ্ঠানের ও অন্তিম পরিণতি অনুসন্দানের দাবিতে যে দুর্দমনীয় নিরলস একক 'ধর্মযুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার কৃতিত্ব সামগ্রিক সাফল্য এই একটি ঘটনায় গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করে তাঁকে অপ্রতিভ অপ্রাসঙ্গিক করতে সচেষ্ট হল অপেক্ষমান একটা মহল, যাদের উত্তরসূরীর আজও আজাদ হিন্দু বাহিনী ও এর সর্বাধিনায়কের অতুলনীয় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে লঘু করতে নিয়ত সংবাদপত্র/সাময়িকের পাতায় নিজেদের অসুয়াজনিত মধ্যমেধার প্রকাশ করে যাচ্ছে।

সমর গুহর রাজনৈতিক জীবনের ঐজ্জ্বল্য ও কৃতিত্ব কিঞ্চিৎ ধূসর হয় এর ফলে তিনি পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হন। অন্যদিকে তাঁর এই অদূরদর্শী আচরণের জন্য গুমনামী বাবার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়। পরবর্তীতে সংসদীয় রাজনীতি থেকে ক্রমসম্পর্কহীন এই স্বাধীনতা সংগ্রামী, আদর্শনিষ্ঠ নির্ভীক কিন্তু আবেগপ্রবণ এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও হয়ত অবশিষ্ট জীবনের একান্তে অনুশোচনায় যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন অতিত্বরাজনিত অদূরদর্শিতায় কারুর প্রতি সরলবিশ্বাসে নির্ভরতায় প্রতারিত হয়ে এই মূল্য দেবার জন্য। সর্বোপরি এর ফলে কথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি বা তিনি তখনও জীবিত বা অন্তত ১৮ই আগস্টা ১৯৪৫ এর পর জীবিত ছিলেন এমন ধারণা বা দাবি সাময়িকভাবে হলেও বিশ্বাসযোদ্যতা হারায়, বিশেষত প্রতিপক্ষের অপপ্রচারে। ক্ষমতালিপ্সুদের কুচক্র ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সত্যের দীপ্ত আলো এ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা আবার সঞ্জীবি হবে—দীর্ঘদিনের এ স্বপ্ন, মহাপ্রত্যাশা এক বিরাট আঘাতে বিদীর্ণ হলেও আশাহত মন প্রতীক্ষায় থাকলসত্য উন্মোচনে।

অন্যদিকে দলের আভ্যন্তরীণ কহল ও দ্বন্দ্বে একটা অংশ সমর্থন প্রত্যাহার করলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯ শে জুলাই ১৯৭৯ মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করলে কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী সরকারের পতন হয়, ১৯৮০ নির্বাচনে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

এরপর ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি উত্তরপ্রদেশের ঐফজাবাদে গুমনমী বাবা নামে ওই সাধুর মত্যুর (অন্তর্ধান) সংবাদে আবার এক গুঞ্জন ওঠে। কারণ ওই সাধুব, রামভবনের ডেরা থেকে পুলিশের উদ্ধার করা কয়েক ট্রাঙ্ক ভর্তি অনেক বইপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদ পেয়ে নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসুর দ্রুত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের আদেশে প্রাথমিকভাবে অযত্নে রক্ষিত সেইসব সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত (inventory) হয় এবং সেই ২৬০০ সামগ্রী, যার মধ্যে বসুপরিবারের পুরনো ফটো এবং অনেকগুলি নেতাজির ব্যক্তিগত সামগ্রী আছে বলে ললিতা চিনতে পারেন, যা এখনও ফৈজাবাদে কোফাগারে রক্ষিত। এ নিয়ে শোরগোল ওঠে সাময়িকভাবে। গুমনামী বাবার প্রকৃত পরিচ জানতে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়। কিন্তু কোনও রিপোর্ট এ যাবত প্রকাশিত হয়নি, সেই প্ররিপ্রেক্ষিতে কোনও জোরালো জনমতও অবশ্য গড়ে ওঠেনি, আশ্চর্যজনকভাবে অন্তত এ রাজ্য থেকেও।

যাইহোক ১৯৯২-এ কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজিকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়ার প্রস্তাব করায় তাঁর অন্তর্ধান রহস্য ও মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন আবার সামনে আসে। অন্যদিকে ১৯৯০ এ অধুনা প্রয়াত সুনীল কৃষ্ণ গুপ্তর (শহিদ দীনেশ গুপ্তর ছোট ভাই ও নেতাজির বিশ্বস্ত অনুগামী) দাখিল করা এক জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা উচ্চন্যায়ায়ের ডিভিশন বেঞ্চের এক রায়ের ভিত্তিতে এবং ১৯৯৮ ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই মর্মে গৃহীত প্রস্তাবের বলে ১৯৯১ সালের ১৪ মে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জির নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন হলে সবার মনে আবার একটা আশা জাগে যে এবার সত্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। ইতিমধ্যে কিছু নেতাজি গবেষককের গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছিল যে নেতাজি রাশিয়ায় প্রবেশের পর সেখানে বন্দি হলেও ১৯৫৩-র মার্চে স্তালিনের মৃত্যুর পর কোনওভাবে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে গোপনে চলে আসতে সমর্থন হন ভারতে এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গার পর ফৈজাবাদের রামভবনে গুমনামী বাবা ছদ্মনামে বাস করতে থাকেন এবং সেখানেই মারা যান ১৯৮৫ সালে।

উল্লেখ্য নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম দেশনেত্রী বিপ্লবী লীলা রায়ের মতো ব্যক্তিত্বও বিশ্বাস করতেন যে ওই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভগবানজি ওরফে গুমনামী বাবাই নেতাজি। নেতাজির আর এক বিশ্বস্ত সহযোগী পবিত্রমোহন রায়ের কাছ থেকে ১৯৬৩-র জানুয়ারি এক প্রাক অপরাহ্নে গুমনামী বাবাই যে নেতাজি একথা জানার পর তিনি ও সমর গুহ তাঁর সঙ্গে যান নৈমিষারণ্যে গুমনামী বাবাকে দর্শন করতে। এর পরেও তাঁর অনেকবার যোগাযোগ হয়েছে সাক্ষাতে এবং পত্রে, যা পরবর্তীকালে জানা গেছে। তবে ১৯৬৩-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৬৮-র জানুয়ারি মধ্যবর্তী সময়ে জয়শ্রী পত্রিকায় তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনগুলিতেও যেন এক অস্ফুট ইঙ্গিত ছিল কোনও আগমনের পদধ্বনির।

বিপ্লবী সুনীল দাশের ভাষায় ---'সেই মহামানবের আগমনধ্বনির বিপ্লবী দেশনেত্রীর হৃদয়তন্ত্রীতে রণিত হয়েছিল, তাঁর সেই অনুরণের inspired ভাবনা রূপ পেয়েছিল ১৯৬৩ সালের পর থেকে বিভিন্নরচনায়'। (ঐ মহামানব আসে চারনিক)

এই অগ্নিময়ীর মৃত্যু গুমনামী বাবার কাছে যে এক বিরাট আঘাত একথা তিনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন।

প্রসঙ্গত রামভবন থেকে নেতাজির ব্যবহার্য বলে দাবি করা অনেক ব্যক্তিগত সামগ্রীর সঙ্গে দেশনেত্রীর এবং আরও কয়েকজন নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগীর লেখা পত্র ও পাওয়া গেছে। তিনি সমর গুহ ও আজাদ হিন্দু ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের পবিত্রমোহন রায় এবং আরও কয়েকজন নেতাজি-ঘনিষ্ঠ প্রতিবছর ২৩ শে জানুয়ারি এবং দুর্গাপুজোর সময় গুমনামী বাবার কছে যেতেন।

মুখার্জি কমিসনের সামনেও উপরোক্ত ঘটনাবলী উপস্থাপিত হয়েছিল। ফৈজাবাদ কোষাগারে রক্ষিত রামভন থেকে উদ্ধারীকৃত সামগ্রীও কমিশনের সামনে এসেছিল। কমিশনের রিপোর্টে এও উল্লেখ আছে যে নেতাজি ও গুমনামী বাবার হাতের লেখা পরীক্ষা করে নয়াদিল্লির জাতীয় পরীক্ষাগারের বিশেষজ্ঞ বি লাল দুটি লেখাই এক ব্যক্তিরই বলে অভিমত দিয়েছিলেন, কিন্তু সিমলার পরীক্ষাগারের দুজন হস্তলিপি বিশারদ এবং কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরির একজন বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত জানিয়েছিলেন।

এই কারণ দেখিয়ে গুমনামী বাবাই নেতাজি কিনা এ প্রশ্নে কমিশন কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি, যদিও অনেকে এ ব্যাপারে কমিশনের এক দোদুল্যমানতা বা সিদ্ধান্তেহীনতা লক্ষ্য করেছে।

তবে চূড়ান্ত প্রমাণের (clinching evidence) 'অভাবে' মৃত গুমনামী বাবাই নেতাজি ছিলেন—এ তত্ত্ব প্রমাণিত বলে সিদ্ধান্তে আসতে দ্বিধাগ্রপ্ত কমিশন অবশ্য এমন সম্ভাবনা খারিজও করে দেয়নি।

অন্যদিকে 'বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু' তত্ত্ব প্রমাণে সেই কমিশনের সামনে প্রণব মুখোপাধ্যায় সহ মোট সাতজন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে বিদেশমন্ত্রী হিসেবে রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম ভারতে আনার বিষয়টি তিনি দেখাশোনা করলেও, প্রধানত পূর্বেকার কমিটি ও কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি সরকারের তরফে আগে বলেছিলেন যে ওই চিতভস্ম নেতাজির চিতাভস্ম। তিনি স্বীকার করেছেন যে এ ব্যাপারে ওই দুটি রিপোর্ট ব্যতীত তাঁর কাছে কোনও নথিপত্র নেই।অন্যান্য ছ'জন সাক্ষীরও ব্যাপারে কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান না থাকায়, ওই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং পরবর্তী কমিটি ও কমিশনের কাছে দেওয়া সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনা বিশ্লষণ করে মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে একথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি এবং জাপানে রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম নেতাজির নয়।

ইতিহাসের সমাপতন এই যে কংগ্রেস ইতিমধ্যে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসায় প্রণব মুখোপাধ্যায়সহ মন্ত্রীগোষ্ঠীর পরামর্শে রিপোর্টটি বামদগুলির সমর্থিত প্রথম ইউপিএ সরকার উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে এবং অধ্যক্ষের সহযোগিতায় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ না দিয়ে খারিজ করে দেয়। প্রণব মুখোপাধ্যায় অবশ্য বিতর্কে অংশগ্রণ করে বলেছিলেন--When the commisson was established, the Government itself had rejected the two earlier commissions namely shah nawaz commission and khosle commission and that is why this commission was established.

তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ল? মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেতাজির অন্তিম পরিণতি অজানাই রয়ে গেল। যদিও কমিশনের উক্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গুমনামী বাবা, বা ভগবানজি, যিনি ১৯৮৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ফৈজাবাদের রামভবনে মারা গেছেন বা সেখানে থেকে অন্তর্ধান করেছেন তাঁর সঠিক পরিচয় নিরূপণও জরুরি এবং অবশ্যকর্তব্য ছিল তৎকালীন সরকারের। কিন্তু তা হয়নি। পূবেওই উল্লেখ করা হয়েছে রিরোপর্টটি সসদে পেশ করেই পত্রপাঠ খারিজ করে দেওয়া হয়। যারা নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু গল্প প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বদা বদ্ধপরিকর তাদের পরিচালিত সরকারের পক্ষে এইটাই তো স্বাভাবিক। দেশের ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য 'গুরুত্বপূর্ণ' ও 'জরুরি' ইস্যুতে মহাব্যস্ত অন্য রাজনৈতিক দলগুলিরও এ ব্যাপারটির জন্য আর আগ্রহ আর অবকাশ রইল না। আর রাজনীতির হাত ধরা এদেশের সিভিল সোসাইটির দ্বারা কোনও জনমতও সংগঠিত হল না। ফলপ্রসূ হল না বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া আইনি পদক্ষেপও।

এই সুযোগে অন্তর্ধান মৃত্যু রহস্য অনুদঘাটিত রেখেই রেনকোজি মন্দিরের 'চিতাভস্ম' ফিরিয়ে আনার জন্য 'নেতাজি ফাইল প্রকাশ্যে আসার পর দেশে নেতাজির চিতাভস্ম ফিরিয়ে আনাই হবে পরবর্তী ধাপ' এই জাতীয় প্রস্তাব যে মাঝে মোঝে কৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রহস্য সমাধানের দাবি চিরতরে নস্যাৎ করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অঙ্গ বলেই সহজেই অনুমেয়। কারণ একন নেতাজি সম্পর্কিত ৪১টি গোপন ফাইল প্রকাশ করা হয়নি এই অজুহাতে যে এইগুলি প্রকাশ 'পেলে অন্য কোনও বিদেশি রাষ্ট্রে সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। প্রশ্ন তো এখানেই। তবে এ পর্যন্ত যা ফাইল প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বসু পরিবারের সদস্যদের গতিবিধির ও পর নজরদারি জারি ছিলসরকারের নির্দেশে।

রেনকোজি মন্দিরের ওই 'চিতাভস্ম ভারতে আনতে এক অত্যুৎসাহী 'গবেষক' নিজেকে বসু পরিবারের আত্মীয় দাবি করে বলেছেন যে এই বিষয়ে অনিতা পাফ এবং তিনি একমত , অন্য কে কী বলছে তাতে কিছু যায় আসে না।

অন্যদিকে কয়েকমাস আগে এক বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত নিবন্ধে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও নাকি টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত নেতাজির দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনতে এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেজন্য বিদেশমন্ত্রী প্রণবাবুকে তিনি জার্মানি পাঠিয়েছিলেন নেতাজি পত্নী এমিলিয়ের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে। এই কথাবর্তার পর সরকার ওই চিতাভস্ম ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলেও কাজটি সম্পন্ন করা যায়নি পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যাওয়ার। হয়ত ঘটনাচক্রে বা হয়ত ঈশ্বরের কৃপায় নেতাজির প্রতি আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অঙ্গ হিসাবে আরও একটি অন্যায় ও অপকর্ম তখনও সম্পাদন সম্ভব হয়নি কারণ ওই নিবন্ধে উল্লিখিত এমিলিয়ের চিঠি থেকেও কিন্তু প্রমাণিত হয় না যে ওই 'চিতাভস্ম' নেতাজির বলে এমিলিয়ি মনে করতেন কিংবা তা আনার ব্যাপারে তাঁর ইতিবাচক মনোভাবে ছিল। প্রণবাবুও কিন্তু কমিশনের সামনে বা আজ পর্যন্ত জনসমক্ষে কোথাও বলেননি যে এমিলিয়ে শেঙ্কল তাঁর সঙ্গে ওই সাক্ষাতে বলেছিলেন যে এই চিতাভস্ম নেতাজির বা তা ভারতে আনা হোক।

প্রসঙ্গত, নেতাজি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র ডা শিবির বসু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প সমর্থন করতেন কিন্তু তিনি বা কৃষ্ণা বসু কমিশনে সাক্ষ্য দিয়ে বক্তব্য রাখেননি। এমনকী পরবর্তীকালেরকংগ্রেস বিধায়ক হওয়া ডা বসু মুখার্জি কমিশন থেকে সমন পেয়েও উপস্থিতি হতে অস্বীকার করেছেন এই কারণে দেখিয়ে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকে নেতাজির সঙ্গে তাঁর কোনও তথ্য তাঁর কাছে নেই।

অন্যদিকে নেতাজির কনিষ্ঠতম ভ্রাতা শৈলেচন্দ্র বসুর জীবদ্দশায় নেতাজি পরিবারের অন্য সকল সদস্যরা এক যৌথ লিখিত বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেছন যে রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ছাই নেতাজির চিতভস্ম নয় এবং তাঁরা ওই ছাই ভারতে আনার বিরোধী, তাঁরা মনে করেন ওই ছবি ভারতে এনে দেশবাসীর কাছে তা নেতাজির চিতাভস্ম হিসেবে উপস্থাপনের অসাধু চেষ্টা তঞ্চকতা। তাঁরা সরকারের কাছে বারংবার দরবার করেছেন প্রবাদপ্রতিম এই পুরুষের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের জন্য। নেতাজির আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়ানথ বসু শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের একক চেষ্টায় অনুসন্ধান করতে ইউরোপে এবং জাপানে গিয়েছিলেন এবং সেজন্য একটা সময় পর্যন্ত তাঁর ওপর সরকারের নজরদারি ছিল। তিনি খোসলা কমিশনের সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন। অন্যদিকে এমিলিয়ে শেস্কলের সঙ্গে প্রণববাবুর উক্ত সাক্

# এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

## হত্যা, খুন এবং ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়েই বিএনপি'র জন্ম হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপিকে খুনীদের দল আখ্যায়িত করে বলেছেন, হত্যা, খুন এবং ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়েই দলটির জন্ম হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে জড়িত ছিলেন। আর যাদের নিয়ে তিনি দল গড়েছেন তারাও খুনের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। কাজেই এটা নিয়ে আর সাফাই গাইবার কিছু নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর এবং দণি শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতির পিতার ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা পত্র-পত্রিকা বা বিভিন্ন টক শোতে দেখি বিএনপি নেতারা সাফাই গাইতে গিয়ে একটা কথা খুব বেশি বলাবলি করছেন তা হলো-'৭৫ সালেতো বিএনপি প্রতিষ্ঠাই হয়নি। তাহলে তারা আবার খুন করলো কিভাবে।শেখ হাসিনা বলেন, এই দলের (বিএনপি) সৃষ্টিকারীই খুনী, আর খুনীদের নিয়েই তিনি দলটি করেন। তারা খুনের সঙ্গে যে জড়িত, এটার আবার সাফাই গাওয়ারতো কিছু নেই। জিয়াউর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি'র যে প্রতিষ্ঠাতা সে নিজেই তো খুনী। আর শুধু খুনীই নন, এই খুনিদের বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স যেমন জারি করেছিল তেমনি এই খুনীদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃতও করেছিল। যদিও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী অনেক দেশ এই খুনীদের চাকরি দেয়া মেনে নেয়নি।

তিনি বলেন, ১৯৮০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ সভায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কুইন্স কাউন্সিলের সদস্য স্যার টমাস উইলিয়াম কিউসি এমপি এর প্রধান ছিলেন। সেই সাথে আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নোবেল বিজয়ী শ্যান ম্যকব্রাইটও সেই কমিটিতে ছিলেন। একজন সলিসিটরও নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু জিয়াউর রহমান সরকার তাঁদের বাংলাদেশে আসার ভিসা দেয়নি। অথচ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় এই টমাস উইলিয়াম কিউসি বাংলাদেশে এসেছিলেন পাকিস্তান সরকারের ভিসায়। কিন্ত জাতির পিতা হত্যার পর বাংলাদেশে তারা ভিসা পেলেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি নেতাদের আমি জিজ্ঞাসা করি- জিয়া যদি খুনী না হন আর তার হাতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এই বিএনপি যদি খুনীদের দল না হয় তাহলে স্যার টমাস উইলিয়াম কিউসিকে কেন বাংলাদেশে তদন্ত করতে আসতে দেয়া হয়নি? কার দুর্বলতা কি ছিল?' আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি একেএম রহমতউল্লাহ এমপি এত সভাপতিত্ব করেন।ঢাকা মহানগর দিণের সভাপতি আবুল হাসনাত, ঢাকা মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান এমপি, দিণের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, উত্তরের সহ-সভাপতি জাহানারা বেগম, দিণের সহ-সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি, উত্তরের যুগ্ম সম্পাদক এসএম মান্নান কচি, দিণের যুগ্ম সম্পাদক কামাল চৌধুরী অন্যান্যের মধ্যে সভায় বক্তৃতা করেন।

## রোহিঙ্গাদের নিয়ে রাজনীতি করা বিএনপির মূল উদ্দেশ্য : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, রোহিঙ্গারা তাদের দেশে ফিরে যাক, সেটা বিএনপি চায় না। রোহিঙ্গাদের নিয়ে রাজনীতি করাই বিএনপির মূল উদ্দেশ্য।তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ যে পথে হাঁটছে সেটিই সঠিক পথ। কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা যেভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন তাদের কথাবার্তায় মনে হয় রোহিঙ্গারা দেশে ফিরে যাক সেটা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা চায়না রোহিঙ্গারা দেশে ফিরে যাক।

তথ্যমন্ত্রী শুক্রবার জাতীয় শোক দিবস উপলে চট্টগ্রামের দামপাড়া পুলিশ লাইন্সে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি) ও সিএমপি স্কুল অ্যান্ড কলেজ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য এ কথা বলেন।চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার ও সিএমপি স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. মাহাবুবর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ ও অভিযান) আমেনা বেগম।

হাছান মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা শুধু ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানকে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র ছিল। একাত্তর সালে দেশী-বিদেশী এবং আর্নজাতিক যেসব শক্তি বাংলাদেশের অভ্যুদয় চায়নি তারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর প্রথমে জাতীয় পতাকা পরির্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রবলভাবে আভ্যন্তরীণ বিরোধীতার কারণে সেটা করা সম্ভব হয়নি। বাঙালিরা একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রচনার লযই সবার রক্তসেরাতের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল।

ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা পারেনি। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। আর সেই ষড়যন্ত্রকারীরাই মুছে গেছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ আজ স্বপ্নপূরণের পথে। ২০২১ সাল নাগাদ পরিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ।

শেখ হাসিনার নেতৃতে বাংলাদেশ স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

ড় হাছান বলেন, দেশের অগ্রযাত্রায় পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা রয়েছে, আত্মত্যাগ রয়েছে। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, পেট্রোল বোমাবাজদের প্রতিহত করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে পুলিশ বাহিনী। স্বাধীনতা-সংগ্রামে, দেশ গঠনেরে ত্রে, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতি বিরাজমান রাখারে ত্রে এবং দেশের ক্রান্তিকালে পুলিশ বাহিনী দায়িত্বপালন করেছে এবং করছে।

সিএমপি'র সিনিয়র সহকারী কমিশনার (পাঁচলাইশ জোন) দেবদূত মজুমদারের পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-কমিশনার (সদর) শ্যামল কুমার নাথ। বক্তব্য রাখেন সিএমপির উপ-কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক, সিএমপি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্য শিবলী সাদিক প্রমুখ।

## বাংলাদেশে গণতন্ত্রহীন অবস্থা বিরাজ করছে,সরকারে জনগণের প্রতিনিধি নেই: মির্জা ফখরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। দেশে গণতন্ত্র নেই দাবি করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজ বাংলাদেশে গণতন্ত্রহীন অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণের প্রতিনিধি নেই। সত্যিকার অর্থে যেদিন জনগণের প্রতিনিধির সরকার গঠিত হবে সেদিন গুম ও হত্যার বিচার অবশ্যই হবে।

শুক্রবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর বনানীতে নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে ইলিয়াস আলীর বাসায় এসেছি তার ছোট মেয়ে আমাদের সামনে আসেনি।কারণ সে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করে ও কষ্ট পায়। আমার মনে আছে ৬ বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম-আপনারা সবাই দেখেছেন ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে, প্রতিদিন বাবার জন্য অপো করতো। কিন্তু তার বাবা ফিরেনি। আমরা তাদের পাশে আছি। আমরা আশা করবো, ভবিষ্যতে এর একটা সুষ্ঠু বিচার হবে।

তিনি বলেন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেবের পরামর্শে-দলের যারা গুমের শিকার হয়েছেন যথাসম্ভব তাদের বাসায় যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি ইলিয়াস আলীর বাসাসহ চারজনের বাসায় গিয়েছি। আমাদের অন্যান্য নেতারাও ঢাকা শহরে যারা ভুক্তভোগী রয়েছেন তাদের বাসায় যাচ্ছেন।

গুমের শিকার নেতাকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমরা সবসময় যোগাযোগ রাখি, চেষ্টা করি তাদের পাশে দাঁড়ানোর। তাদের কষ্ট আমরা ভাগ করে নিতে পারি না। কিন্তু তাদের কষ্টটা আমরা অনুভব করি।গুম হওয়া নেতা-কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে বিএনপি মহাসচিব বলেন, কিছুণ আগেও আমি দণিখানে গিয়েছিলাম নিখোঁজ ছাত্রনেতা তারিকুল ইসলাম ঝন্টুর বাসায়। তার মা বলছিলেন, আমার এই ছেলেটা অনার্সে ফার্স কাস পেয়েছিল। ভদ্র ছেলে হিসেবেও এলাকায় পরিচিত। সেই ছেলে নিখোঁজ হয়ে গেছে।কিছুদিন পরে ওই ছেলেটির বাবা অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। তাদের আরেক সন্তান দুর্ঘটনায় পা ভেঙে বাসায়, এই পরিবারটি অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আছে। নিখোঁজ নিজামুদ্দিন মুন্নার বাসায়ও গিয়েছিলাম। অনেক কষ্ট করে ছেলেটি বিএ পাস করে। তার বাবা এমন কোনো জায়গা নেই যে যাননি ছেলের খোঁজে। ভারতেও গেছেন, কিন্তু ছেলের কোনো খোঁজ পাননি। শেষ পর্যন্ত অসুখে ভোগে মারা গেছেন।তিনি বলেন, নিখোঁজ হওয়া অনেক নেতাকর্মীর পরিবারের সদস্য এখনও অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি তাদের পাশে দাঁড়ানোর। আজ আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে আমি এই মানবতাবিরোধী অপরাধের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা এর বিচার চাই।নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলী, নিজামুদ্দিন মুন্না ও তারিকুল ইসলাম ঝন্টুর বাসা ছাড়াও রাজধানীর নাখালপাড়ায় সাজেদুল ইসলাম সুমনের বাসায়ও যান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, শহীদুল ইসলাম বাবুল, ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন, এসএম জাহাঙ্গীর, শায়রুল কবির খান, সাহাবুদ্দিন সাগর, আলী আকবর আলী, জুলহাস পারভেজ, মুনির হোসেন, আফাজউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বিকেলে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বংশালে নিখোঁজ বিএনপি নেতা মো. সোহেল, জহিরুল ইসলাম জহির, পারভেজ হোসেন ও মো. চঞ্চলের বাড়িতে যান। রাজধানীর সূত্রাপুরে নিখোঁজ বিএনপি নেতা খালিদ হোসেন সোহেল, সেলিম রেজা পিন্টু, সম্রাট মোল্লার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান দলের সিনিয়র নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।আর স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান সবুজবাগে নিখোঁজ মাহবুব হাসান সুজন ও কাজী ফরহাদ হোসেনের বাসায় গিয়ে তাদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেন।

## রোহিঙ্গাদের সাম্প্রতিক সমাবেশ নিয়ে কোনো হুমকি দেখছেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। কক্সবাজারের রোহিঙ্গাদের সাম্প্রতিক সমাবেশ নিয়ে অনেকে উদ্বেগ জানালেও তাতে কোনো হুমকি দেখছেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন,হুমকির কোনো কারণই নেই, তারা এখানে আশ্রিত। ১১ লাখের মতো রোহিঙ্গা এখানে রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প থেকে আমি মনে করি না এটা কোনো হুমকি।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়ণের দুই বছর পূর্তিতে গত রোববার শরণার্থী শিবিরের রোহিঙ্গারা বিশাল সমাবেশ করে তাদের নানা দাবি তুলে ধরে। তারা জানায়, নাগরিকত্বের স্বীকৃতি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়া তারা মিয়ানমারে ফেরত যাবে না।শরণার্থীদের ওই সমাবেশ ওই এলাকায় সংখ্যালঘু হয়ে ওঠা বাংলাদেশিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তার কয়েকদিন আগে যুবলীগের স্থানীয় এক নেতাও রোহিঙ্গাদের হামলায় নিহত হন।সমাবেশের পরদিন অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টায় আটক করা হয় মিয়ানমারের চার নাগরিককে। তারা হলেন লি উইন কো ম্যায়েং (৩০), ইয়ানাং তুন (৩১), প্যায়াং গি (২৫) ও ক্য ক্য (২৮)।

তারা মিয়ানমারের গোয়েন্দা সংস্থার কেউ হতে পারে কি না- জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,এরকম ঘটনা সব সময়ই ঘটে থাকে, কেউ ভুলবশত সীমানা ক্রসও করে ফেলে, কিংবা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকে যায়, এগুলো তদন্তের পর বলব, এর আগে বলা যাবে না।বাংলাদেশ ব্যাংকে জাতীয় শোক দিবসের এক আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দুই দিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় বিআইডব্লিউটিসির এক নারী কর্মকর্তার পা হারানোর ঘটনায় দোষিদের গ্রেপ্তারের অগ্রগতি নিয়ে তিনি বলেন,সড়ক দুর্ঘটনা তো ঘটছে। এটা যারা দোষি, তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা সবসময়ই হচ্ছে।আমাদের পুলিশ কী করছে সেটা দেখার ব্যাপার। পুলিশ কি আসামিদের ধরে আইনের কাছে সোপর্দ করেছে কি না? এই জায়গাটিতে আমাদের সেই প্রচেষ্টা রয়েছে।

শোক দিবেসের আলোচনা সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকে শিা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি মো. ছিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গভর্নর ফজলে কবির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

## আওয়ামী লীগের দশ বছরের শাসনামলে দেশে ১২০৯ জন মানুষ গুম হয়েছে : রুহুল কবির রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগের দশ বছরের শাসনামলে দেশে ১২০৯ জন মানুষ 'গুম হয়েছে' দাবি করে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, কোনো একদিন অবশ্যই তদন্ত করে এর বিচার হবে।

আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলে শুক্রবার নয়া পল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে দলীয় ওই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।তিনি বলেন,২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে গুম হওয়া মানুষের সংখ্যা ১২০৯ জন। যার ভেতরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গুমের সংখ্যা ৭৮১ জন।এদের মধ্যে বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলী, সাইফুল ইসলাম হিরু, ঢাকা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর চৌধুরী আলম, লাকসাম বিএনপি নেতা হুমায়ুনর কবির পারভেজ, ছাত্রদল নেতা জাকির, নিজাম উদ্দিন মুন্না, তারিকুল ইসলাম ঝন্টু, আদনান চৌধুরী, মো. সোহেল, খালিদ হোসেন সোহেল, সম্রাট মোল্লা, মাহবুব সুমনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলোর 'শত শত নেতাকর্মী' রয়েছেন বলে দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে।

রিজভী বলেন,একদিন তদন্ত করে এর বিচার হবেই।গুমের শিকার পরিবারের সদস্যরা এখনো পথ চেয়ে বসে আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ছোট শিশুরা অপো করছে বাবা ফিরে আসবে সেই আশায়। সন্তানের দুচিন্তায় অনেকের বাবা-মা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। নিখোঁজ সুমনের মা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে অন্ধ হয়ে গেছেন। গুমের শিকার প্রতিটি পরিবারে কান্না-আহজারি আর প্রতীর দিবানিশি শেষ হচ্ছে না।গুমকে একটি ভয়ঙ্কর মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করে রিজভী বলেন,বাংলাদেশে বর্তমান গুমের ধারাবাহিকতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যা শুরু হয়েছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে। গণতন্ত্রের অকাল প্রয়াণ ঘটানোর জন্যই গুমের মত অমানবিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মতাসীনরা। গণতন্ত্র হত্যায় রাষ্ট্রের এই নিষ্ঠুর চেহারা দেখে জনগণ শোক জানাতেও ভয় পায়।

এই বিএনপি নেতার ভাষায়, সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে, বিরোধী দল ও মতকে নির্মূল করে রাষ্ট্র-সমাজে একমাত্রিকতা, কর্তৃত্ববাদী ও একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করাই এর মূল ল্য। চিরদিনের মতো নিখোঁজ হওয়ার ভয়ে মানুষ যেন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য বর্তমান সরকার গুমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ করেন রিজভী।

তিনি বলেন,বাংলাদেশে গুমের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে আওয়ামী সরকার। রাষ্ট্রীয় মদদ ছাড়া কাউকে গুম করা অসম্ভব। গুম ও ক্রসফায়ারের মতো গুরুতর অপরাধের ঘটনাগুলো সমাজে, সংবাদ মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি হলেও তাতে সরকারের টনক নড়ে নাই।

মৌলভীবাজার কলেজের শহীদ জিয়া অডিটরিয়ামের নামফলক ছাত্রলীগ কর্মীরা ভেঙে ফেলেছে অভিযোগ করে এর নিন্দা জানান বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব। ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা মহিলা দলের গ্রেপ্তার সভাপতি আলেয়া বেগম মনি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জোসনা বেগমের মুক্তিরও দাবি জানানো হয় এ সংবাদ সম্মেলন থেকে। নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মাহবুবউদ্দিন খোকন, খায়রুল কবির খোকন, কেন্দ্রীয় নেতা আবদুস সালাম আজাদ, আসাদুল করিম শাহিন, আবেদ রাজা, আমিনুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

## এরশাদ আজীবন গণতন্ত্র ও গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন : জি.এম.কাদের এমপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি.এম. কাদের এমপি বলেছেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আজীবন গণতন্ত্র ও গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দরের ময়মনসিংহ পট্টিতে এরশাদের চেহলাম উপলে এক দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন। আলোচনা সভায় জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা বেগম রওশন এরশাদ এমপি বলেছেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সারাজীবন মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করেছেন।

নারায়নগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য এ.কে.এম.সেলিম ওসমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা বেগম রওশন এরশাদ, পার্টির মহাসচিব ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি, ফখরুল ইমাম এমপি ও নারায়ণগঞ্জ ৩ আসনের সংসদ সদস্য যুগ্ম মহাসচিব লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি বক্তব্য রাখেন।

জি.এম.কাদের বলেন, জাতীয় পার্টিতে কোন বিভেদ নেই। জাতীয় পার্টি এখন আরো শক্তিশালী।

যারা জাতীয় পার্টি ও পল্লী বন্ধুকে ভালোবাসেনি তারাই এখন জাতীয় পার্টিতে বিভেদ খুঁজছে।

বিরোধী দলীয় উপনেতা বেগম রওশন এরশাদ বলেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সারাজীবন মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করেছেন।

খুব অল্প সময়ে তিনি ব্যাপক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

শুক্রবার ত্রিপুরা স্টেট পলিওশান বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান শুরু হয় রাজধানীতে। ছবি- নিজস্ব।

## রোহিঙ্গাদের ইন্ধনদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ৩০।। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ.কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, যারা রোহিঙ্গাদের নানাভাবে ইন্ধন দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সিলেটে শোক দিবসের আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলে নগরীর হাফিজ কমপ্লেক্সে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন মন্ত্রী পতী সেলিনা মোমেন।

আব্দুল মোমেন বলেন, বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান রোহিঙ্গাদের নানাভাবে ইন্দন দিচ্ছেন বলে যে অভিযোগ ওঠেছে তা খতিয়ে দেখা হবে। যারা রোহিঙ্গাদের নানাভাবে ইন্দনে সহযোগিতা করছে তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গারা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয় সারা বিশ্বের সমস্যা। এ সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে কারো লাভ হবে না, সকলেই তিগ্রস্ত হবেন। তাই, এ বিষয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সোচ্চার ভূমিকা আশা করছি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার নিশ্চিত করেছে, রোহিঙ্গারা ফিরে গেলে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারবে। তাদেরকে কেউ অত্যাচার করবে না। কিন্তু তারা একথা রোহিঙ্গাদের বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা মিয়ানমার কর্তৃপকে বলেছি, আরাকানের পরিবেশের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য রোহিঙ্গা নেতাদের কয়েকজনকে সেখানে নিয়ে যাও যাতে তারা পুনরায় এসে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বোঝাতে সম হয়। কিন্তু তারা সেটা করেনি।

মহানগর আওয়ামী লীগের শিা বিষয়ক সম্পাদক সিটি কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, সিটি কাউন্সিলর তারেক উদ্দিন তাজ বক্তব্য রাখেন।এর আগে মন্ত্রী সিলেট সদর উপজেলার মোগলগাঁও ইউনিয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি জানান, সরকারের প থেকে সিলেটের উন্নয়ন নিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেটের ৬০টি স্কুলের নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## ফিল্ম রিভিউ: প্রভাসের জন্যই দেখুন ”সাহো”

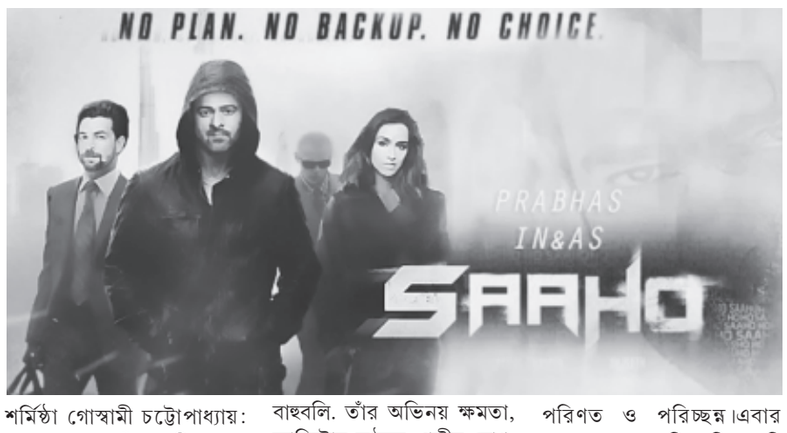


শর্মিষ্ঠা গোস্বামী চট্টোপাধ্যায়: প্রভাস এলেন, তাঁর ক্যারিশ্মা আর ছন্দ্রখড্ঙ্গ নিয়ে। গোটা দেশের ”দিল” এখন যাঁর জন্য ধকধক করছে, তিনি এক আঞ্চলিক ছবির তারকা। বলিউডের নাক-উঁচুপনা আর বিতর্কিত নেপোটিজমের জবাব। জবাব তাঁদেরও,যাঁরা কিছুতেই ক্র্যাক করতে পারছিলেন না শাহরুখ-সলমন-আমিরের পর লার্জার দ্যান লাইফ নায়ক কে হবেন? কোন নায়কের উপর প্রযোজক চোখ বন্ধ করে টাকা লগ্নি করতে পারবেন।তেলেগু সিনেমার বাহুবলি. তাঁর অভিনয় ক্ষমতা, ব্যারিটোন কণ্ঠস্বর, গভীর চোখ, সারল্য,স্টাইল,অ্যাকশন নিয়ে হাজির, যা কিনা ”সাহো” ছবির মূলধন।শ্রদ্ধা কাপুরের সঙ্গে প্রভাসের অনস্ক্রিন রসায়নে কুপোকাত দর্শক। শ্রদ্ধাও গত কয়েক বছর ধরেই কনটেন্টধর্মী সিনেমা এবং মেনস্ট্রিম সিনেমায় সমান ভাবে সফল।তা রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে ”স্ত্রী” হোক, অথবা বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে ”জ্ঞঙ্খঙ্গ ২”। এবার ৩৫০ কোটির বাজেটে তৈরি ”সাহো”তেও তিনি যথাযথ, পরিণত ও পরিচ্ছন্ন।এবার প্রভাস-শ্রদ্ধাকে সরিয়ে নিলে ছবি কেমন।ঠিক ছবির গল্প যেমন। সাধারণ স্টোরিলাইন।শুধু গল্প বলার ভঙ্গিটাই আলাদা। ছবিতে পুলিস আছে, চোর আছে,মাফিয়া জগত আছে। এমনকি একটাব্ল্যাক বক্স ও আছে, যার মধ্যে নিহিত আছে সব স্টেক হোল্ডারদের প্রাণভোমরা। রয় এম্পায়ারের ওয়ারিশ ঠিক কে হবে, ২০০০ কোটি টাকা ডাকাতির আন্ডারকভার পুলিস অফিসার অশোক চক্রবর্তী হিসাবে দর্শক দেখতে পাবেন প্রভাসকে। হলিউড স্টাইল অ্যাকশনে প্রভাস সগর্বে উতরেছেন কেন বেটসের হাত ধরে।”ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস”-র মত গাড়ির চেজ সিকোয়ে এই ছবির বাজেটকে নিশ্চিতভাবে ন্যায্য প্রতিপন্ন করে। বুর্জ খলিফায় ছবির সবথেকে বড় দৃশ্য খুবই ডিটেলে শুটিং করা হয়েছে। আগেই জানা গিয়েছিল, শুধুমাত্র ঐ দৃশ্যেই খরচ হয়েছে ২৫ কোটি। অন্তত ঐ দৃশ্যটুকু দেখলেও ছবির টিকিটের দাম উঠে আসবে দর্শকদের।তবে ছবির সঙ্গীত বিভাগ সবথেকে দুর্বল। তনিষ্ক বাগচি, গুরু রনধাওয়া - জমাতে পারলেন না কেউই। অস্ট্রিয়ার ইন্সুকের স্বর্গীয় সৌন্দর্য পেয়েও কোরিওগ্রাফিতে তা মেশাতে পারলেন না বৈভবী মার্চেন্ট।ছবির আরও একটি বড় প্লাসপয়েন্ট তার অনসম্বল কাস্ট। অনেকদিন পর নজর কাড়লেন চাঙ্কি পাণ্ডে। মহেশ মঞ্জরেকর, প্রকাশ বেলাওয়াড়ি, টিনু আনন্দ, মন্দিরা বেদি, জ্যাকি শ্রফ সকলেই সুনাম ধরে রেখেছেন। আলাদা করে বলতেই হয় মুরলি শর্মার কথা।

## অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

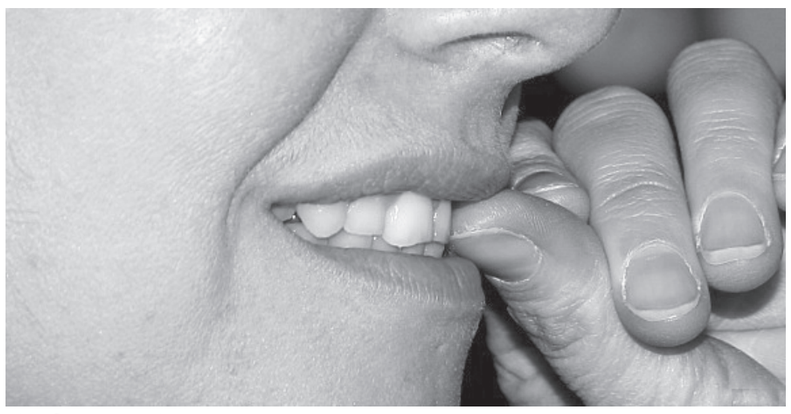

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো'র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে।

এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু'টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

## বয়ঃসন্ধিকালে অভিজ্ঞতা থেকে শেখায় মস্তিস্ক

কিশোর কিশোরীরা প্রায়ই তীব্র আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, মস্তিষ্ক তাদের অভিজ্ঞত থেকে শেখায়, যা তাদের ভালোভাবে সাবালকত্ব অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে।

কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই তীব্র আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, মস্তিষ্ক তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখায় যা তাদের ভালোভাবে সাবালকত্ব অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে।

গবেষণায় একটি ছবিভিত্তিক খেলায় টিনএজরা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে ভালো করে। পরে স্ক্যান করে তাদের মস্তিষ্কের কাজকর্ম উচ্চত্বরে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাভার্ড কলম্বিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল এখন বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ পুরস্কার প্রত্যাশী আচরণ ভালো বা খারাপ ফলাফলের চেয়েও তাদের শেখাকে উত্তম করতে পারে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

তারা ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪১ জন টিনএজার ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৩১ জন প্রাপ্তবয়স্ককে একটি ছবিভিত্তিক খেলায় অংশ নিতে বলেন। খেলা চলাকালে এমআরআইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রুপের কয়েকজনের মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করে দেখেন।

এ খেলায় টিএনজরা বয়স্কদের তুলনায় বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিল। স্মৃতিশক্তির এ পরীক্ষা প্রমাণ করে, তাদের বিস্তারিত স্মরণশক্তি ভালো ছিলো। কারণ, তারা যেসব প্রশ্ন বেছে নিয়েছিল, সেগুলোরই উত্তর সঠিকভাবে দিতে পেরেছিল।

গবেষণায় বলা হয়, এ পরীক্ষার ফলাফলে বোঝা যায়, তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বেশি ভালো শিখেছে - যা তাদের বাড়িতে বসবাস ও প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে স্বাধীনতা ভোগের জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত করবে।

গবেষকরা স্ক্যান রিপোর্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, টিনএজদের মস্তিষ্কের 'হিপ্পোক্যাম্পাস' ও 'স্ট্রিয়াটাম' নামক দু'টি অঞ্চলের ব্যবহার দেখতে পেয়েছেন। যেখানে বয়স্করা 'স্ট্রিয়াটাম' এর ব্যবহার বেশি করেছেন।

'হিপ্পোক্যাম্পাস' হচ্ছে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিষ্কের মধ্যাঞ্চলে এ কোষে স্মৃতি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। আর মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চ 'ট্রিয়াটাম' পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, যা তাদের কর্ম ও পুরস্কার প্রাপ্তিরও সংযোগস্থল।গবেষকরা বলেন, কিশোর কিশোরীদের মস্তিষ্কের 'হিপ্পোক্যাম্পাস' এর অন্যবদ্য ভূমিকা থাকে অনুসন্ধানে পাওয়া এ তথ্য বয়সন্ধিকালে তাদের শিক্ষার নতুন উপায় হতে পারে। 'কৈশোরে 'হিপ্পোক্যাম্পাস' শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করে, যা তারা এর আগে পায়নি। এটি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে।

তারা বলেন, ক্রমবিকাশমান মস্তিষ্কের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যেকার এই সংযোগ ব্যাখ্যা করে, কেন টিএনজরা বেশি ভালা করেছিল।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক জুলিয়েট ডেভিডো বলেন, এসব তথ্য বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার নতুন নতুন উপায় গ্রহণেও তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আপনি যদি কিছু ইতিবাচক বিষয় উপস্থাপন করেন, তাহলে সেটি বয়ঃসন্ধিকালে ভালো জিনিস মনে রাখা ও শেখার ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে তারা তাদের পরিবেশের প্রতি বেশি মনেযোগ দেয়, যা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে আলাদা।

গবেষকরা এখন অন্য কোন কোন পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতা কৈশোরের মস্তিষ্কে 'হিপ্পোক্যাম্পাস' ও স্ট্রিয়াটাম'কে সক্রিয় ও সংযুক্ত করে সেগুলোকে খুঁজছেন।

## চোখের পলক কেন ফেলি?

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিষ্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। 'আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়" বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়। তথ্য সমন্বয় করতে একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে। পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

## ৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নষ্ঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুগ্তি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে?

শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়। এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল' বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস , অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়। একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্টকর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুগ্তি পেতে পারেন।

আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

## বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।

এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

## স্বীকৃত রোগের তালিকায় ঢুকছে ভিডিও গেমস আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) চিহ্নিত 'ব্যাধির' তালিকায় ঢুকতে যাচ্ছে ভিডিও গেমস আসক্তি। বিশেষজ্ঞরা ইলেক্টনিক গেমসের মধ্যে আসক্তির ঝুঁকি শনাক্ত করায় 'গেমিং ডিজঅর্ডার' নামে এ ব্যধি হু'র ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজ'র (রোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শ্রেণী বিন্যাস, আইসিডি) ১১ তম সংস্করণে স্থান পেতে চলেছে। শুক্রবার জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন হু'র মুখপাত্র তারিক জাসারেভিক। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার ভিত্তিতে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শ্রেণীবিন্যাস ও তালিকাভুক্তির নেতৃত্ব দেয় হু। তাদের আইসিডির ১১ তম সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে চলতি বছরের জুলাইতে। 'গেমিং ডিজঅর্ডার' বলতে হু'র বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ডিজিটাল অথবা ভিডিও গেমিং প্ল্যাট ফর্মের একটি বিশেষ আচরণগত বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় গেমিংকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এর আরেকটি লক্ষণ হিসেবে বলা হচ্ছে, নেতিবাচক পরিণতি ঘটার পরেও গেমস খেলা চালিয়ে যাওয়া বা গেমস খেলার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।হু'র মুখপাত্র বলেন, কেউ একজন যদি এক বছর ধরে গেমসের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণবোধ কড়েন, তবে তিনি এই গেমিং ডিজঅর্ডারে' আক্রান্ত বলে মনে করা হবে। তারিখ জাসারেভিক বলেন, গেমি ডিজঅর্ডা একটি নতুন ব্যাধি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ না থাকলেও বিশেষজ্ঞরা এটাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বে অনেকেই আছে, যারা এ সমস্যা থেকে মুক্তি চায়।

## আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত?

স্বপ্ন কেবল রাতঘুমে নয়, জেগে জেগে দিনেও দেখা যায়! প্রতিটি মানুষই দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, যদি দিনে স্বপ্ন হার বেশি হয় এবং তা আপনার প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে বাধাগ্রস্ত করতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় এসে গেছে।মনোবিজ্ঞান এ বিষয়টিকে বলছে 'ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং'।

কিভাবে বুঝবেন, আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত এবং এর ঝুঁকি কি কি? বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, প্রথমেই একটি বিষয় আপনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বুঝে ফেলতে হবে। তা হলো, 'ডেড্রিমিং' নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, বিষয়টি স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও বরং স্বাস্থ্যকর।

সাইকোলজি টুডে'র মতে, ৯৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাদের প্রাত্যহিক স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যদিও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি, কেন আমরা স্বপ্ন দেখি। অনেক মনোবিজ্ঞানী কারণ হিসেবে বলছেন, আমাদের আচারণ ব্যবহার মস্তিষ্ককে কাজ করতে সহায়তা করে। একইসঙ্গে যখন আমাদের বাইরে থেকে প্রেরণার প্রয়োজন হয়, তখন কাজের দিকে ধাবিত হতে মস্তিষ্ককে তৈরি করে। দিবাস্বপ্ন এর অংশ হতে পারে।

তবে ভিন্ন মত দিচ্ছেন ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী সোমার ।তিনি বলেছেন, অতিমাত্রায় দিবাস্বপ্ন দেখা মনস্তাত্বিক অসঙ্গতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জানা গেছে, ডেড্রিমারসরৌ দিনের অধিকাংশ সময় স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সোমার বলেন, ৫৭ শতাংশ সময়ই তারা বয়ে করে ফেলেন এভাবে। শুধু তাই নয়, তারা নানা ধরনের স্বপ্ন দেখেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বপ্ন বড় হয় না। প্রেরণাদায়ক কিছু যে তারা দেখেন, এমনটিও নয়। কখনও কখনও তাদের স্বপ্নে হাজির হয় কল্প বা ঐতিহাসিকচরিত্র, সেলিব্রিটি এবং ব্যক্তি নিজেকে সফলতার যে চূড়ায় দেখতে চান স্বপ্নে নিজেকে সেই চরিত্রে দেখতে পান।ব্যক্তি ভেদে স্বপ্নের বিষয়বস্তুর পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের স্বপ্ন মূলত বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হয়। যেমন, তিনি লটারি জিতেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুযায়ী, ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমারদের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশান- ডেফিসিট এবং অবসেসিভ- কমপালসিভ সিম্পটমে আক্রন্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। জ্যাকসনভাইলের ২৭ বছর বয়সী রাচেল বেনেট বলেন, 'যদিও আমি দিনের অধিকাংশ সময় ঘরে থাকতাম, কিন্তু দিবাস্বপ্নে বাইরেই থাকতাম বেশি।'

সোমার আরও বলছেন, জীবনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেকে আড়াল করতে বা কঠিন কোনা বাস্তবতা থেকে পালানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং হতে পারে।

শুক্রবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

# এনআরসি নিয়ে শঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার ৩১ আগস্ট সকাল ১০টায় প্রকাশ হবে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা। এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার আগে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন রাজ্যের মানুষ। তবে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না হলেও এ-নিয়ে শঙ্কার কোনও কারণ নেই। চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না হলেই বিদেশি নয়। যাঁদের নাম এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকবে না তাঁদের কোনও চিন্তার কারণ নেই। এনআরসিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরও কিছু সময় ১২০ দিন হাতে পাবেন চূড়ান্ত তালিকা-ছুট জনসাধারণ। চূড়ান্ত তালিকায় নাম না উঠলে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে গিয়ে ভারতীয় হওয়ার সব প্রমাণপত্র দিয়ে এনআরসিতে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। তাই এ-নিয়ে অযথা শঙ্কিত হওয়ার কারনও নেই বলে এনআরসি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সজাগতা সভা করে সকলকে অবগত করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টায় ডিমা হাসাও জেলায় এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাবে এনএসকেগুলিতে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডিমা হাসাও জেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শনিবার সকাল ৭-টা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমিতাভ রাজখোয়া। শুক্রবার এক নির্দেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে ১৪৪ ধারা বলবৎ করেছেন গোটা পাহাড়ি জেলায়। ১৪৪ ধারার অধীনে কোনও স্থানে পাঁচজনের বেশি মানুষ জড়ো না হওয়া, মিছিল, সভা-সমিতি, মটর সাইকেল ও স্কুটারে দুই ব্যক্তি চলাফেরা না করা, কোনও অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমিতাভ রাজখোয়া।

এদিকে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। এনএসকেগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া। তবে ডিমা হাসাও জেলায় এনআরসি নিয়ে তেমন সমস্যা নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি।

# প্রায় চার লক্ষ টাকার অবৈধ গাছ-বোঝাই দুই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : অবৈধভাবে গাছ কেটে বাইরে পাচার করার সময় দুটি ট্র্যাক্টর বোঝাই গাছ আটক করল ডিমা হাসাও জেলার বনবিভাগ। ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমারাংসো পানিমুরে দুটি ট্র্যাক্টরে কাটা গাছ বোঝাই করে বাইরে পাচার করতে নিয়ে যাওয়ার পথে পানিমুর রেঞ্জের বনরক্ষী বাহিনী বাজেয়াপ্ত করেছে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গাছ।

শুক্রবার সকালে পানিমুর রেঞ্জের অন্তর্গত কিছু দুষ্কৃতকারী গাছ কেটে দুটি ট্র্যাক্টরে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার পথে বনরক্ষী বাহিনী গাছ ভর্তি দুটি ট্র্যাক্টর আটক করতে সক্ষম হলেও দুষ্কৃতী দল জঙ্গলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছ বলে জানিয়েছেন পানিমুরের রেঞ্জার জনাঞ্জয় হাফলংবার।

তিনি জানান, ৪ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গাছ ভর্তি এএস ০২ বিসি ৮১৬৭ নম্বরের দুটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করে পানিমুর রেঞ্জ অফিসে রাখা হয়েছে। জনাঞ্জয় হাফলংবার আরও জানিয়েছেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা বনবিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন, অবৈধ গাছপালা কেটে নিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে করতে। এমন-কি জেলার অবৈধ কাঠ চেরাই মিলগুলিকে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন সিইএম। কারণ ডিমা হাসাও জেলার লাংটিং, হাতিখালি, মান্দারডিসা, দিয়ুংমুখ, উমরাংসো প্রভৃতি এলাকায় এ-ধরনের অবৈধ প্রচুর কাঠ চেরাই মিল রয়েছে। সিইএম-এর নির্দেশের পর বনবিভাগ এ-সব বন্ধ করতে সক্রিয় হয়ে উঠলেও বনবিভাগের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় সময়ই অবৈধভাবে গাছ কেটে বাইরে পাচার করতে সক্রিয় রয়েছে দুষ্কৃতকারীর দল।

শুক্রবার রাজধানীতে আয়োজিত যোগা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# কাছাড় জেলার চা বাগান শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত সভা জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ৩০ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার কাছাড় জেলার বিভিন্ন চা বাগান কর্তৃক শ্রমিকদের বোনাস প্রদান সংক্রান্ত এক সভা কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকের সভায় চা শ্রমিক সমিতি এবং জেলার চা বাগানের ম্যানেজাররা উপস্থিতিত ছিলেন। জেলা সব চা বাগানের শ্রমিকরা যাতে সরকার নির্ধারিত সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে পান এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভায় কাছাড়ের জেলাসাসক লায়া মাদ্দুরি বলেন, চা বাগান ম্যানেজারদের উচিত বোনাসের হার ৫ সেপ্টেম্বরের আগে ঘোষণা করা। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ২০ সেপ্টেম্বরের আগে যেন বোনাস বিতরণ শেষ করা হয় তার উপর যত্নশীল হওযার আহ্বান জানান জেলাশাসক।

জেলাশাসক জানান, অবৈধ তরল পদার্থের বিরুদ্ধে বাগান এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালানো এবং চা বাগান এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট সুনীল সিনহাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেন তিনি। আজকের এই সভায় টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সচিব বলেন, বোনাস আইন অনুসারে শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করা হবে এবং শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে এস্ক-গ্রাশিয়া প্রদান করা হবে। বিভিন্ন চা বাগান ম্যানেজমেন্টকে বোনাস বিতরণের সময় পুলিশের সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনও ধরনের অঘটনের সম্মুখীন হতে না হয়।

সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক জেসিকা রোজ লালসিম, চা শ্রমিক সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তা, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা অজিত সিং, জেলার বিভিন্ন বাগান কর্তৃপক্ষ, সহকারী শ্রম কমিশনার রূপালি পেগুও উপস্থিত ছিলেন।

# হিমেশ রেশমিয়ার সঙ্গে নতুন গান রেকর্ড করলেন রানু মণ্ডল

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ''ইন্টারনেট সেনসেশন'' রানু মণ্ডল ফের উঠে এলেন খবরের শিরোনামে। বলিউড সুরকার হিমেশ রেশমিয়ার সঙ্গে ''তেরি মেরি কাহানি''-র পর এবার ''আদত'' নামে আরও একটি গান রেকর্ড করলেন রানু মণ্ডল। ইতিমধ্যেই রানুর সেই গানের প্রথমাংশ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন হিমেশ রেশমিয়া।

এদিকে হিমেশ রেশমিয়ার সিনেমায় গানের পর সলমন খানের ''দাবাং থ্রি''-তেও এবার রানু মণ্ডলকে গানের প্রস্তাব দেওয়া হয় বলে খবর। পাশাপাশি রানু মণ্ডলকে মুম্বইতে ৫৫ লক্ষের একটি ফ্ল্যাটও সলমন খান উপহার দিয়েছেন বলে খবর। সেই সঙ্গে রানু মণ্ডলকে এবারের বিগ বসের সিজনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও শোয়ের নির্মাতারা এখনও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

অন্যদিকে বলিউডের পরিচালক, অভিনেতা ফিরোজ খানের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন বলে একটি সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাতকারে জানান রানু মণ্ডল। ফিরোজ খান, তাঁর ছেলে ফারদিন খান এবং ভাই সঞ্জয় খানের দেখভাল করতেন বলেও জানান রানু।

# বাংলাদেশে উদ্ধার তিন মাদ্রাসার ছাত্রের মৃতদেহ

চাঁদপুর, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে ইমামের বিশ্রাম ঘর থেকে তার ছেলেসহ তিন মাদ্রাসার ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার পূর্ব কলাদী জামে ঊ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে মতলব দক্ষিণ থানার পুলিশ।

মসজিদ লাগোয়া ইমামের বিশ্রাম ঘর থেকে ইমামের ছেলেসহ তিন মাদ্রাসার ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার ঊ শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ বাংলাদেশের চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার পূর্ব কলাদী জামে মসজিদ লাগোয়া ইমামের বিশ্রাম ঘর থেকে ইমামের ছেলেসহ তিন মাদ্রাসাছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার ঊ নিহতরা হল-মসজিদের ইমাম বরগুনার জামাল উদ্দিনের ছেলে আব্দুল্লাহ (৮), মতলবের দশপাড়া এলাকার ইব্রাহিম (১২) ও মতলবের নলুয়া এলাকার জসিম উদ্দিনের ছেলে রিফাত হোসেন (১৫)।

স্থানীয়রা জানায়, মসজিদের ইমাম জামাল উদ্দিন জুমার নামাজের পর তার ঘরের সামনে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ। পরে তিনি জানালা দিয়ে দেখেন তার ছেলেসহ আরও দুই ছেলে খাটের ওপর পড়ে আছে। ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া না মেলায় ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাদের উদ্ধার করে মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন। পাঁচ মিনিট পর অপর শিশুটিও মারা যায়। মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) স্বপন কুমার আইচ, পেয়ে চাঁদপুরের পুলিশ সুপার জিহাদুল কবির ঊ ওসি জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্ত ছাড়া আপাতত আর কিছু বলা যাবে না।

# সময়েই জমা দিতে হবে আয়করের রিটার্ন : সিবিডিটি

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : সময়েই জমা দিতে হবে আয়করের রিটার্ন ঊ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়া আয়কর রিটার্ন জমার সময়সীমা বাড়ানোর খবর ভুয়ো বলে এমনটাই জানিয়েছে অর্থমন্ত্রক মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি) । এর জনি শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সিবিডিটি।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যেই রিটার্ন জমা দিতে হবে বলে ফের জানিয়েছে সিবিডিটি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের একটি বিজ্ঞপ্তি। মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-র ওই ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিতে

শুক্রবার হাইকোর্টের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

# স্নাতক স্তরে ভর্তির সময়সীমা বাড়াল রাজ্য

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ভর্তির সময়সীমা বাড়াল উচ্চশিক্ষা দফতর। শুক্রবার দফতরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্নাতকস্তরে ভর্তি হওয়া যাবে।

স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কেন সময়সীমা বাড়ানো হল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, কিছুদিন আগেই কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু বহু কলেজে স্নাতক স্তরে এখনও বহু আসন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ফলে ওই শূন্য আসন পূরণ করতেই ফের ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

তবে ভর্তির সময়সীমা বাড়ালেও অফলাইনে অর্থাৎ সশরীরে কলেজে হাজির হয়ে ভর্তি হওয়া যাবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। শুধুমাত্র অনলাইনেই আবেদন পত্র পূরণ করা এবং আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট টাকা জমা দেওয়া যাবে। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানোয় শূন্য আসন অনেকটাই পূরণ হবে বলে আশাবাদী দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

বছর দুয়েক আগে কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ করা হয়। অধিকাংশ কলেজে অনলাইনে আবেদন জমা নেওয়ার পাশাপাশি কলেজগুলির প্রবেশ পথের মুখেও পুলিশ পিকেট বসানো হয়। যার ফলে গত দু'বছর ধরে নির্বিঘ্নেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়ার নির্ধারিত সময়েও সব আসন পূরণ না হওয়ায় কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন উচ্চশিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা।

# রোহিঙ্গা সংকটে মালয়েশিয়া সব সময় বাংলাদেশের পাশে আছে :ফরিদ বিন আবু হাসান

ঢাকা, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : রোহিঙ্গা সংকটে শুরু থেকেই বাংলাদেশের পাশে রয়েছে মালয়েশিয়া। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকিমশনার আমির ফরিদ বিন আবু হাসান। মালয়েশিয়ার ৬২তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থিত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দেশটির ভারপ্রাপ্ত হাইকিমশনার আমির ফরিদ বিন আবু হাসান বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই মালয়েশিয়া বাংলাদেশের পাশে আছে। এই সংকট সমাধানে মালয়েশিয়া আসিয়ান ও আহা সেন্টারের সঙ্গে কাজ করছে। মালয়েশিয়ার সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে রোহিঙ্গাদের খাদ্য, অর্থ, বস্ত্র ও আশ্রয় সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের টেকনাফের কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গাদের চিকিৎসার জন্য মালয়েশিয়ার সহায়তায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই হাসপাতাল থেকে এরইমধ্যে ৮০ হাজারের বেশি রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

# খাম্মাম প্রতারণা মামলা : রেণুকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি

হায়দরাবাদ, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : খাম্মামে রেজিস্টার হওয়া ৪ বছরের পুরনো প্রতারণা মামলায় কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এই মামলায় তেলেঙ্গানার খাম্মাম জেলার ফার্স ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শুক্রবার সিনিয়র কংগ্রেস নেত্রী ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রেণুকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে।

চার বছর আগে কলাবতী নামে জনৈক এক মহিলা আদালতে রেণুকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করেন। সেই মামলায় সিনিয়র কংগ্রেস নেত্রীকে নোটিশ পাঠায় আদালত। আদালতের নোটিশ ফেরত পাঠিয়ে শুনানি ও পুলিশি তদন্তে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান নেত্রী। এরপর এদিন খাম্মাম জেলার ফার্স ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে।

# ডুটার নতুন সভাপতি হলেন বাম অনুমোদিত ডিটিএফ প্রার্থী রাজীব রায়

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : ফের একবার লাল ধ্বজা উড়ল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন ডিইউটিএ-র (দিল্লি ইউনিভার্সিটি টিচার্স এসোসিয়েশন - ডুটা) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বাম অনুমোদিত ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্টের (ডিটিএফ) সদস্য রাজীব রায়। ২৬৯ ভোটের ব্যবধানে তাঁর কাছে পরাজিত হন দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্ট (এনডিটিএফ)-এর প্রার্থী এ কে ভাগী। শুক্রবার ঘোষণা হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল। নির্বাচন আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, মোট ৫১৮টি ভোট বাতিল হয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি নির্বাচন হয়েছে বৃহস্পতিবার। মোট ৮২.৩৬ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকেরা। এর আগে ২০১৭ সালে ডুটা-র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজীব রায়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের নতুন শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে শিক্ষার বেসরকারিকরণ করতে চায় কেন্দ্র বলে দাবি করেছিল ডিটিএফ।

# কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের দাবিতে পাকিস্তান জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি

ইসলামাবাদ, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে পাক প্রশাসন।এদিন দুপুর থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে বলে পাকিস্তানের জাতীয় মুখপাত্র ফাকার

ছয়ের পাতায়

# কাশ্মীরস্থিত শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন, অভিযোগ ঊর্মিলার

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ধারা ৩৭০ বাতিলের পর থেকেই বৃদ্ধ ও অসুস্থ শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছেন না ঊর্মিলা মাতণ্ডকর। এমনটাই দাবি করেছেন বলিউড অভিনেত্রী তথা রাজনীতিক ঊর্মিলা মাতণ্ডকর।

গত ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা খর্ব করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এর পর থেকে বিপুল সংখ্যক বাড়তি সেনা মোতায়েন করা হয়েছে উপত্যকায়। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কার্যত অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন কাশ্মীরিরা। এমন পরিস্থিতিতে কাশ্মীরস্থিত শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারছেন না বলে অভিযোগ ঊর্মিলার।

তিনি বলেন, ''আমার স্বামীও ওঁদের খোঁজ নিতে পারেননি। দু'জনেরই বয়স হয়েছে। ওঁরা ব্লাডসুগার ও হাইপার টেনশনের রোগী। ওঁদের ঘরে প্রয়োজনীয় ওষুধটুকুও আছে কি না জানি না। ২২ দিন কোনও খোঁজ পাইনি ওঁদের! এই অবস্থার একমাত্র কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্ত। কেবল ৩৭০ আর্টিকেল বাতিল করা নিয়ে সমস্যা নয়, সমস্যা হল তার অমানবিক বাস্তবায়নের!'' উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের মাস কয়েক আগেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ঊর্মিলা।

# ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী উঠতি অভিনেত্রীর

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক উঠতি অভিনেত্রী। মৃতের নাম পার্ল পঞ্জাবি। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বইয়ের ওশিওয়াড়ার ফ্ল্যাট থেকে ঝাঁপ দেন পার্ল পঞ্জাবি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনায় প্রকাশ, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা পোক্ত করতে মুম্বইয়ের ওশিওয়াড়ায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন পার্ল। বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টার পরও রূপোলি জগতে সেভাবে জায়গা করতে পারেননি বছর কুড়ির ওই অভিনেত্রী। ফলে বেশ কিছুদিন ধরেই অবসাদে ভুগছিলেন পার্ল। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ভাড়া বাড়ির ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, অভিনয় করে জীবন এগিয়ে যেতে পারছিলেন না পার্ল পঞ্জাবি। যা নিয়ে কিছুদিন ধরেই তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপরই আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেন পার্ল পঞ্জাবি। যদিও মুম্বইয়ের ওই উঠতি অভিনেত্রীর আত্মহত্যার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ শুরু করেছে পুলিস। প্রসঙ্গত এর আগেও দু''বার পার্ল পঞ্জাবি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

# পুনরায় হামলার মুখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি-তৃণমূল ধস্তাধস্তিতে ধুন্ধুমার লেকটাউনে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ফের আক্রমণের মুখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে প্রাতঃভ্রমণ এবং 'চায়ে পে চর্চা'-তে বার হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সঙ্গী ও দেহরক্ষী। লেক টাউনে একদল ছেলে তাঁদের ওপর চড়াও হয়। বিজেপি-র তরফে দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অভিযোগ করা হয়েছে, আক্রমণকারীরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। স্থানীয় কাউন্সিলর প্রায় আড়াইশ ছেলে নিয়ে এসে তর্ক জুড়ে দেয়। দিলীপবাবুর রক্ষী ও সঙ্গীরা হস্তক্ষেপ করলে হামলাকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। দিলীপবাবু আহত না হলেও, তাঁর দুই সঙ্গী আহত হয়েছেন বলে দলের দাবি। কিছুক্ষণের মধ্যে হামলাকারীরা চলে যায়। তৃণমূলের তরফে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এরপর বিজেপি সমর্থকরা এলাকায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁরা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'বিজেপি জিন্দাবাদ' এবং 'ভারতমাতা কী জয়' বলে ধ্বণি দিতে থাকেন। দলনেতার ওপর আক্রমণের নিন্দা করেন। এলাকায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রেফতারের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

এর আগে পঞ্চায়েত ভোটের আগেও সাতসকালে নির্বাচনী প্রচারে বার হওয়ার মুখে দিলীপবাবুকে লক্ষ্য করে কে বা কারা পাথর ছুঁড়েছিল। সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর গাড়ির কাঁচে লাগে। কাঁচ ভেঙে যায়। দলীয় নেতৃত্বের কাছে খবর ছিল ফের দিলীপ ঘোষের ওপর আক্রমণ হতে পারে। সেই কারণে ক'দিন আগেই তাঁর বাড়ি বদল করা হয়। বিজেপি সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে লেকটাউনের দক্ষিণ দাঁড়ি রোড এলাকায় চায়ে পে চর্চা-র আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে পতাকা লাগাতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়। পরে দিলীপ ঘোষ এলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সামনেই তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দিলীপ ঘোষকে তাড়া করা হয় বলেও অভিযোগ। প্রসঙ্গত, এর আগে দার্জিলিংয়ে দিলীপবাবুকে প্রকাশ্যে একদল ছেলে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। দক্ষিণবঙ্গের এক জেলাতেও একবার সম্প্রতি তাঁর ওপর আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে।

# আবাসনের ছাদ থেকে মরণঝাঁপ! মুম্বইয়ে ওসিওয়ারায় আত্মঘাতী মহিলা

মুম্বই, ৩০ আগস্ট (হি.স.): গভীর রাতে আবাসনের ছাদ থেকে মরণঝাঁপ! মুম্বইয়ে ওসিওয়ারায় আত্মঘাতী হলেন একজন মহিলা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতের ঘটনা। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই সজোরে কিছু পড়ার আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ছুটে গিয়ে তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন ওই মহিলা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পাওয়ার পর গভীর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ওই মহিলার নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তিনি কী কারণে আত্মঘাতী হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই মহিলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পারিবারিক অশান্তির কারণে ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন।

## প্রতিবাদ কর্মসূচি

পাচের পাতার পর

ইমরান জানিয়েছেন। কাশ্মীর ইস্যুর প্রতিবাদে দেশের এক মিনিটের জন্য বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল জানিয়েছেন পাক রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদ। এমনকি মেজর জেনারেল আসিফ গফুর জানিয়েছেন, পাকিস্তান জুড়ে পালিত হবে কাশ্মীর দিবস ও নানা জায়গায় বাজবে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের জাতীয় সংগীত। এর আগে কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানবাসীকে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগদান করার আর্জি জানিয়েছিলেন দেশের জাতীয় মুখপাত্র ফাকার ইমরান।


## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।


# দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তিন-তলা বহুতলের একাংশ : মৃত্যু একজনের, গুরুতর আহত দু'জন

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে তিন-তলা বহুতলের একাংশ ভেঙে বিপত্তি! ইট-কংক্রিট-সহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনেরঊ এছাড়াও আরও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ দিল্লির বাদলি এলাকার ঘটনাঊ গুরুতর আহত অবস্থা দু'জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে দিল্লির বাদলি এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি তিন-তলা বহুতলের একাংশঊ সেই সময় ওই বাড়ির ভিতরে তিনজন উপস্থিত ছিলেনঊ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান তিনজনইঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ বাকি দু'জন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ নিহত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

# গর্ভবতীদের প্রতীক্ষাঘর : দেশের 'সেরা' বাংলা, খুশি প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): গর্ভবতীদের প্রতীক্ষাঘর" প্রকল্পে দেশের 'সেরা' হিসেবে স্কচ পুরস্কার পেল বাংলা। দিল্লিতে রাজ্যকে বৃহস্পতিবারই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। নিজের মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার হ্যান্ডেলে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আজ আমি খুব খুশি এবং এটা জানাতে আমার গর্ববোধ হচ্ছে যে গর্ভবতীদের প্রতীক্ষালয় প্রকল্পে সরকারি পরিষেবা প্রদানে গোল্ড ক্যাটাগরিতে সেরা হিসেবে স্কচ পুরস্কার পেয়েছে বাংলা। স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতর ও তার সবস্তরের আধিকারিকদের অনেক শুভেচ্ছা।'

এই ধরণের স্কচ পুরস্কার যে রাজ্য আগেও পেয়েছে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, 'উৎকর্ষ বাংলা-সহ একাধিক প্রকল্পে বাংলা এই পুরস্কার পেয়েছে। দেশের মধ্যে এখনও সব থেকে বেশি স্কচ পুরস্কার বাংলায় অর্জন করেছে।' মূলত, প্রান্তিক এলাকার মানুষের জন্যই এই প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়াতেই এই উদ্যোগ। সুন্দরবন এলাকায় এই প্রকল্প খুব সাফল্য পেয়েছে বলেই দাবি সরকারের। সেখানে প্রসবের আগে থেকে গর্ভবতীকে নিয়ে এসে আগে থেকেই বিনামূল্যে সব চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়।

# প্রয়াত ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত কুমার, শোকের ছায়া আইনজীবী মহলে

রাঁচি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): অকালেই মৃত্যু! প্রয়াত হলেন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত কুমারঊ শুক্রবার সকালে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির মেডিকা হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁরঊ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত কুমারের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬১ বছরঊ পরিবার সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত কুমারঊ শুক্রবার সকালে রাঁচির মেডিকা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৭ জুন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন প্রশান্ত কুমারঊ ১৯৮০ সালে বার কাউন্সিলের সদস্য হন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার এবং পাটনা হাইকোর্টে আইন চর্চা শুরু করেনঊ ১৯৯১ সালের ৬ মে অতিরিক্ত জেলা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনিঊ এরপর ২০০১ সালের জুন মাসে জেলা বিচারপতি হিসেবে তাঁর পদোন্নতি হয়ঊ ২০০৯ সালের ২১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি পদে উন্নীত হন প্রশান্ত কুমারঊ এরপর ২০১৬ সালের ১৯ মে তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়ঊ ২০১৯ সালের ১০ মে পুনরায় তাঁকে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে বদলি করা হয়ঊ ২০১৯ সালের ৭ জুন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন বিচারপতি প্রশান্ত কুমারঊ প্রবীণ বিচারপতি প্রশান্ত কুমারের অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া আইনজীবী মহলে।

# এনআরসি : কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে হাইলাকান্দি

হাইলাকান্দি, ৩০ আগস্ট (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-কে কেন্দ্র করে যে-কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় হাইলাকান্দিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি করা হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলাকে তিনটি জোনে ভাগ করে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও এনআরসি নিয়ে আতংকের কিছু নেই বলে অভয়বাণী শুনিয়েছেন হাইলাকান্দির জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

এ ব্যাপারে মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকতে আবেদন জানিয়েছেন জেলাশাসক আইএএস কীর্তি জল্লি। জেলাশাসক বলেন, চূড়ান্ত এনআরসি-তে যাঁদের নাম থাকবে না, তাঁদের আতংকিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁর মতে, এনআরসি-তে নাম না উঠলেই কেউ বিদেশি হয়ে যাবেন না। কোনও নাগরিক বিদেশি কিনা এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল। শুধু তা-ই নয়, চূড়ান্ত এনআরসি-তে যাঁদের নাম থাকবে না তাঁরা এ-ব্যাপারে আবেদন জানানোর জন্য ১২০ দিন সময় পাবেন। তাই এনআরসি নিয়ে অযথা আতংকিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এবং পুলিশ সুপার পবীন্দ্রকুমার নাথ।

তাঁরা জানান, নাগরিকপঞ্জির তালিকা দেখার জন্য প্রত্যেকের এনআরসি সেবাকেন্দ্র ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই। জেলাশাসক জানান, আগামীকাল, ৩১ আগস্টের এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় একমাত্র তাঁদের নামই প্রকাশ পাবে যাঁরা নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন কিংবা এ-সংক্রান্ত আপত্তি-নিষ্পত্তির জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি দাবি করেন, এনআরসি-র কাজ হাইলাকান্দি জেলায় যথেষ্ট সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ-জন্য এনআরসি-র রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলার প্রশংসাও করেছেন তিনি।

এদিকে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার পবীন্দ্রকুমার নাথ জানান, চূড়ান্ত এনআরসি-র তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলাকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি জোনের দায়িত্বে তিনজন ডিএসপি-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাইলাকান্দির তিনটি জোন হচ্ছে কাটলিছড়া, হাইলাকান্দি-লালা এবং আলগাপুর-পাঁচগ্রাম। এই তিনটি জোনের দায়িত্বে তিনজন ডিএসপি থাকার পাশাপাশি তাঁদের সাহায্যের জন্য একজন সিআই এবং সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার ওসিগণ থাকবেন। তিনি জানান, জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার জন্য আট কোম্পানি সিআরপিএফ-সহ অসম পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীকে তৈরি রাখা। তবে বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে পুলিশ সুপার নাথ জানিয়েছেন।

এছাড়া তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এনআরসি সম্পর্কে সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে এনআরসি-র ব্যাপারে যে-কোনও ধরনের অপকর্মে জড়িতদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে, জানিয়ে দিয়েছেন পুলিশ সুপার।

## অপরিবর্তিত

আটের পাতার পর

পেট্রোলের দাম এখন ৭২.০১ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.০৫ পয়সা কমেছে ডিজেলের দাম এবং অপরিবর্তিত পেট্রোলের দামঊ মুম্বইয়ে ডিজেল-এর নতুন দাম ৬৮.৪১ টাকা প্রতি লিটার। পেট্রোলের দাম ৭৭.৬৭ প্রতি লিটার।

# পিস্তল সহ ধৃত তিন কিশোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট ।।** অস্ত্র সহ পুলিশের জালে তিন কিশোর। শহরের বনেদি পরিবারের তিন কিশোরকে অস্ত্র সহ উত্তরগেট এলাকা থেকে আটক করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি পিস্তলও। সংবাদ লেখা পর্যন্ত জানা গেছে, রাতে দেবজিৎ দেবনাথ, বিপ্রদীপ দেব, প্রিন্স দাসকে পুলিশ তুলে এনে থানায় রেখেছে। তাদের অভিভাবকদেরও খবর দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শহর আগরতলায়। জানা গেছে, এক যুবককে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই কিশোর সেখানে অস্ত্র নিয়ে হাজির হয়। তার সঙ্গে ছিলো আরো দুইজন। তাদের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হলে এক কিশোর সঙ্গে থাকা পিস্তল উঁচিয়ে ধরে। এই দৃশ্য দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ। তারপর তিন কিশোরকে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিকে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে গোটা বিষয়টি নিয়ে তারা বিস্তৃত কিছু বলতে পারবেন না। জানা গেছে, দেবজিৎ দেবনাথের বাড়ি বাধারঘাট। আসাম রাইফেলস স্কুলের ছাত্র। বিপ্রদীপ দেবের বাড়ি দুর্জয়নগর। প্রিন্স দাসের বাড়ি নাগেরজলায়। সে মডার্ন স্কুলে পড়াশোনা করে। তবে কিশোরদের হাতে কিভাবে এই অস্ত্র পৌঁছে গেলো তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় তর্কযুদ্ধ।

# ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ আগস্ট ।।** স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ঝুলন্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করে স্বামী। মৃত স্বামীর নাম ভারত পাল, ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বুদ্ধিটিলা গ্রামে। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতের কোনো এক সময়। জানা গেছে, বুদ্ধিটিলা এলাকার বাসিন্দা, রবীন্দ্র পালের ছেলে ভারত পাল সে বিয়ে করে খোয়াই এর চেবরী এলাকার একটি মেয়েকে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। গত কিছুদিন পূর্বে তাদের মধ্যে প্রথমে দ্বন্দ্ব, পরে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। ক্ষোভে স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যায়। মানসিক অশান্তিতে ভারত পাল বৃহস্পতিবার ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

## দেশীয়

● প্রথম পাতার পর

নিরিখে দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ব্যাংক।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, অন্ধ্র ব্যাংক এবং কর্পোরেশন ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের ফলে গঠন করা হবে পঞ্চম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। ইন্ডিয়া ব্যাংক ও এলাহাবাদ ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গঠন করা হবে। এছাড়াও ব্যাংকগুলিকে চিফ রিস্ক অফিসার নিয়োগ করতে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। চিফ রিস্ক অফিসারের কাজ হবে, বাজার দর বুঝে ঋণ সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া। এছাড়াও ২৫০ কোটির বেশি ঋণের ক্ষেত্রে এজেন্সির মাধ্যমে নজর রাখা হবে বলেও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

## শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তোপ দাগেন তিনি।

এ-বিষয়ে সংশোধনীর পক্ষে মুখ্য সচেতকও পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, সময় মতো ওই আবেদনকারীদের চাকরি দেওয়া হলে আজ এই দিন দেখতে হত না। ১০৩২৩ শিক্ষকের চাকরিও বাতিল হত না। তাতে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়ক তপন চক্রবর্তী বলেন, বিজেপি-র ভিজন ডকুমেন্টে সাফ বলা হয়েছে, মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান করা হবে। তিনি বলেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ১২০০০ নতুন পদ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাতে অর্থ দফতরেরও অনুমোদন রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সুপ্রিম কোর্টও ওই পদ বাতিল করেনি। তাই, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ওই পদে নিয়োগের মাধ্যমে তাঁদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা সম্ভব হবে। তাঁর দাবি, নতুনভাবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায়বর্মন বলেন, সংবিধানের ধারা ১৬ মোতাবেক ওই পদক্ষেপ বেআইনি। কারণ একাংশকে বঞ্চিত করে অন্য অংশকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া সংবিধান বিরোধী। বরং সরকার পক্ষ এবং বিরোধীরা একত্রিত হয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য পথ খুঁজে বের করা উচিত বলে তিনি মনে করেন তিনি।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, নিয়ম অনুযায়ী ১২০০০ পদ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ, নতুন পদ সৃষ্টির এক বছরের মধ্যে নিয়োগ করা না হলে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। তা বিরোধীদের অজানা নয়, কটাক্ষ করে বলেন তিনি। তবে, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি আমরাও সহানুভূতিশীল। তাই, আইনের গণ্ডির ভেতরে তাঁদের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা হবে, আশ্বাস দিয়ে বলেন তিনি। এতে বিরোধী দলনেতা দুটি প্রস্তাব প্রত্যাহারের আবেদন জানান। ট্রেজারি বেঞ্চও তাতে সম্মত হয়।

## ওয়াকআউট

● প্রথম পাতার পর

দেব এসমা (এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস মেইনটেনেন্স অ্যাক্ট) বিল পেশ করেছেন। বিরোধীরা এই বিলের তীব্র আপত্তি জানান। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বিলের বিরোধিতা করে বলেন, সরকারি কর্মচারীরাও রাজ্যের সাধারণ নাগরিক। তাই, তাঁদের আওয়াজ সরকারকে শুনতেই হবে। বিলটি ওই অধিকারের পরিপন্থী। তাই তিনি এসমা বিল প্রত্যাহারের আবেদন জানান। কিন্তু, রাজ্য সরকার তাতে রাজি হয়নি। ফলে, বিরোধীরা বিলের বিরোধিতায় ওয়াকআউট করেন।

শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এসমা (এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস মেইনটেনেন্স অ্যাক্ট) বিল পেশ করেন। তাতে, বিরোধী দলনেতা আপত্তি জানিয়ে বলেন, সকলের মতো প্রকাশের অধিকার রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরাও ত্রিপুরার নাগরিক। ফলে, তাঁদেরও সমানভাবে ওই অধিকার রয়েছে। তাঁর দাবি, তাঁদেরও দাবি-আপত্তি রাজ্য সরকারকে শুনতেই হবে। কিন্তু এই বিল সরকারি কর্মাচরীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই আনা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

বিরোধী দলনেতার কথায়, ঘাড়ে খড়গ ঝুলিয়ে কাজ হাসিল করা যায় না। তাই, এই বিল আনা আদৌ প্রয়োজন কিনা তা আবারও ভালো করে ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এজন্যই তিনি এই বিল প্রত্যাহার করার আবেদন জানান। রাজ্য সরকার এই বিল প্রত্যাহার করতে না চাইলে বিরোধিরা প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেন।

## বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, সম্প্রতি আইপিএফটি ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পৃথক আসনের দাবি জানায়। সংবিধানে তাতে আপত্তি করার সুযোগ নেই, তাই অধ্যক্ষও আইপিএফটি বিধায়কদের জন্য পৃথক আসন বরাদ্দ করেছেন।

আজ আইপিএফটি-র বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, প্রশান্ত দেববর্মা, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সিন্ধুচন্দ্র জমাতিয়া এবং প্রেমকুমার রিয়াং ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য হয়েও পৃথক আসনে একত্রে বসেছেন। বিজেপি সদস্যরা আলাদা বসেছেন।

এ-বিষয়ে আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বলেন, প্রত্যেক দলের নিজস্ব পরিচিতি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে জোট শরিক হলেও পৃথক আসনে বসা সংবিধান বিরোধী নয়। বিধানসভায় নিজের আলাদা পরিচিতির জন্যই আইপিএফটি বিধায়কদের আলাদা আসন বরাদ্দের দাবি অধ্যক্ষের কাছে জানানো হয়েছিল। অধ্যক্ষ আমাদের দাবি মেনে আলাদা আসন বরাদ্দ করেছেন, বলেন তিনি। সাথে যোগ করেন, তাতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ ভাবার কোনও কারণ নেই।

তবে, ত্রিপুরায় শাসক জোটের সম্পর্কে চাপানউতোর প্রতিনিয়ত চলছে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই, বিধানসভায় আলাদাভাবে আসনে বসার জন্য জোট শরিকের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

## মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নেতৃত্ব অংশ নেন। এই আলোচনায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, এই উদ্যোগ রাষ্ট্রের কল্যাণে। তিনি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার কাজ করছে তার মূল লক্ষ্য হল ভারতকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা।

ত্রিপুরায় নির্বাচনের কথা উল

# মেসির সঙ্গে ডিনার করার ইচ্ছে প্রকাশ রোনাল্ডোর

মোনাকো: ফুটবল মাঠে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারোর অজানা নয়। একটা সময় মাঠের বাইরেও একে অপরকে সহ্য করতে পারতেন না দু''জনের কেউ। কিন্তু বৃহস্পতিবার উয়েফা''র বর্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠানে পুরোপুরি ভিন্ন দৃশ্য দেখা গেল। পাশাপাশি বসে খোশমেজাজে গল্প করলেন বর্তমান প্রজন্মের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই ফুটবলার লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।সবুজ গালিচায় বল পায়ে ফোটান মেসি ও রোনাল্ডো। দুই তারকা ফুটবলারের নিখুঁত পাস, ডিফেন্স চেরা থ্রু ও দুরন্ত ড্রিবলিংয়ে মন জয় করেছে দর্শকদের। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ফুটবল মাঠে আনন্দ দিয়ে আসছেন ভক্তদের। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই যেন ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে মাপা হয় মেসি ও রোনাল্ডোর পারফরম্যান্স। ক্রিকেটে সচিন-লারার মতো বিচার চলে কে সেরা তা নিয়েও।শুধু মাঠেই নয়, আন্তর্জাতিক পুরস্কার মঞ্চেও চলে একে অপরকে টেক্কার দেওয়ার পালা। শুধু দুই ফুটবলারের মধ্যেই নয়, দু''জনের ফ্যানেদের মধ্যেও চলে রেষারেষি। এক জন আন্তর্জাতিক ট্রফি না-পেলে তাঁদের ফ্যানেদের শুনতে হয় বিদ্রুপ। একজন হ্যাটট্রিক করলে অপরজনের থেকেও হ্যাটট্রিকের আশায় থাকেন তাঁর ফ্যানেরা।মাঠের মধ্যে একে-অপরকে এক ইঞ্চি জমি না-ছাড়া মেসি ও রোনাল্ডো যে মাঠের বাইরে এত ভালো বন্ধু, তা দেখা গেল বৃহস্পতিবার উয়েফা''র বর্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। যেখানে মেসির পাশে বসে রোনাল্ডো জানান তাঁর ইচ্ছের কথা। ১৫ বছর ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে ফুটবল খেললেও এক সঙ্গে কোনও দিন ডিনার করেননি বর্তমান প্রজন্মের দুই তারকা ফুটবলার।সঞ্চালিকার প্রশ্নের এক প্রশ্নের উত্তরে রোনাল্ডো বলেন, ''আমরা ১৫ বছর ধরে এই মঞ্চ ভাগ করে নিচ্ছি। প্রায় দেড় দশকে আমরা দু''জন ছাড়া আর কেউ নেই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহজ নয়। তবে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দারুণ। যদিও আমরা এখন পর্যন্ত কোনও দিন একসঙ্গে ডিনারে যাইনি। কিন্তু ভবিষ্যতে সেটা সম্ভব হতে পারে।'' রোনাল্ডো যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন পাশে বসে মুচকি হাসছিলেন মেসি।দীর্ঘদিন স্পেনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে খেলেছেন মেসি ও রোনাল্ডো। মেসি এখনও স্পেনে খেললেও। গত মরশুমে স্পেন থেকে ইতালিতে পাড়ি দিয়েছেন রোনাল্ডো। রিয়াল মাদ্রিদ থেকে জুভেন্তাসে নাম লিখিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। স্পেনকে মিস করলেও ইতালিতে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন বলেও জানান সিআর সেভেন। তবে স্পেনের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে ১৫ বছরের বেশি দ্বৈরথ নিয়ে রোনাল্ডো বলেন, ''একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার যুদ্ধে আমাদের দু''জনের খেলার উন্নতি ঘটিয়েছে। ও ভালো খেললে আমি উন্নতির চেষ্টা করেছি, আর আমি ভালো খেললে লিও ভালো খেলার চেষ্টা করেছে।''কিছুদিন আগে মরশুম শেষে অবসরের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন রোনাল্ডো। তিনি আর মেসি একসঙ্গে অবসর নেবেন কিনা, প্রশ্নের উত্তরে রোনাল্ডো বলেন, ''লিও আমার থেকে তিন বছরের ছোট। যদিও আমি আমার বয়সের তুলনায় ফিট। ইচ্ছে হলে খেলা চালিয়েও যেতে পারি। তাই আগামী বছরও আমাকে এখানে দেখা যেতে পারে, তার পরের বছরও দেখলে অবাক হবেন না।''

## ইস্টবেঙ্গলের পর মোহনবাগানও ঘোষণা করল ছয় বিদেশির নাম

এই মরসুমে ষষ্ঠ বিদেশির নাম ঘোষণা করল মোহনবাগান। পড়শি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ইতিমধ্যেই ছয় বিদেশির নাম জানিয়ে দিলেও গঙ্গাপারের ক্লাবে শেষ বিদেশি কে হতে পারেন, তা নিয়ে ঘুরছিল বেশ কয়েকটি নাম। তবে আজ তারা টুইট করে জানিয়ে দিল যে আবার এক স্প্যানিশ খেলোয়াড়কে নিতে চলেছে তাঁরা। নাম জুলেন কোলিনাস ওলাইজোলা।কোলিনাস স্পেনের লা লিগার দল রিয়াল সোশিয়াদাদের যুব দলে খেলেছেন। তাঁর সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করল সবুজ-মেরুন। তিনি মূলত উইং-এর প্লেয়ার। দু''দিকের উইং-এই সমান দক্ষতায় খেলতে পারেন তিনি। দরকারে সেন্ট্রাল ফরওয়ার্ড পজিসনেও খেলতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা এই উইঙ্গারের বয়স ৩১। ছয় বছর তিনি রিয়াল সোশিয়াদাদের হয়ে খেলেছেন। ৪৭ ম্যাচে করেছিলেন ২৯ গোল। পরে তাঁকে লোনে বিভিন্ন দলে খেলতে পাঠানো হয়। মোহনবাগানে আসার আগে তিনি খেলছিলেন স্পেনের তৃতীয় ডিভিশনের দল ''কালচারাল লেওনেসা''-য়। ২০১৬-১৭ সালে তাঁর থাকার সময়ই লিগের সেরা হয় এই দল। সেখানে দুই মরসুমে ৫১ ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৩১ গোল।স্প্যানিশ কোচের তত্ত্বাবধানে পাঁচস্প্যানিশ ও এক ত্রিনিদাদ-টোবাগোখেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি সবুজ-মেরুন দল কলকাতা লিগে এই মুহূর্তে তিন ম্যাচে পেয়েছে চার পয়েন্ট। যদিও নতুন আসা এই বিদেশি কলকাতা লিগে খেলতে পারবে না। কারণ ইতিমধ্যেই চার বিদেশিকে সই করানো হয়ে গিয়েছে সিএফএল-এ। তবে আই লিগের আগে দল গুছিয়ে নিল মোহনবাগান।

# অবসর ভেঙে মাঠে ফিরছেন আম্বাতি রায়াডু

মাত্র দু''মাস। আর এর মধ্যেই একেবারে ''ইউ টার্ন''। নিজের সিদ্ধান্ত বদল করলেন আম্বাতি রায়াডুনীনয়াদিল্লি: মাত্র দু''মাস। আর এর মধ্যেই একেবারে ''ইউ টার্ন''। নিজের সিদ্ধান্ত বদল করলেন আম্বাতি রায়াডু। অবসর ভেঙে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ফের সবধরণের ক্রিকেট খেলতে চান বলে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ছঙ্খঙ)-কে ই-মেল করে জানিয়েছেন রায়াডু।৩৩ বছরের রায়াডু এর আগে বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ার দুঃখে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর দু''মাস যেতে না যেতেই ফের ক্রিকেটে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন আম্বাতি। ছঙ্খঙ-কে ইমেল করে নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন তিনি। রায়াডু লেখেন, '''' আমি অবসর ভেঙে ফের ক্রিকেটে ফিরতে চাই। সবধরণের ফর্ম্যাটেই খেলতে চাই। এর জন্য চেন্নাই সুপার কিংস, ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং নোয়েল ডেভিডকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।ওরাই আমাকে বুঝিয়েছেন, আরও অনেক ক্রিকেট খেলা আমার বাকি রয়েছে। হায়দরাবাদ দলের সঙ্গে আরও একটা মরশুম খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে আমি ফের হায়দরাবাদের হয়ে মাঠে নেমে পড়ব। ''

# অর্জুন পুরস্কার জয়ী জাদেজা-পুনমকে শুভেচ্ছা জানাল বিসিসিআই

অর্জুন পুরস্কার জয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজা ও পুনম যাদবকে শুভেচ্ছা জানাল বিসিসিআই। আগামী দিনে তাঁদের আরও সফলতা কামনা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।বিনোদ রাই-র বার্তাবিসিসিআই-র মাথায় বসে থাকা সুপ্রিম কোর্ট মনোনিত কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রধান বিনোদ রাই-র কথায়, অন ফিল্ড রবীন্দ্র জাদেজা ও মহিলা ক্রিকেটার পুনম যাদবের পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। এই পুরস্কার দুই ক্রিকেটারকে ভবিষ্যতে আরও ভালো খেলার রসদ জোগাবে বলে মনে করেন বিনোদ রাই।ডিয়ানা এডুলজির শুভেচ্ছাবিসিসিআই-র কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সদস্য তথা ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সদস্য ডিয়ানা এডুলজি তাঁর উত্তরসূরি পুনম যাদবকে অসাধারণ স্পিন বোলিং-র জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজার অল রাউন্ড পারফরমান্সেরও প্রশংসা করেছেন ডিয়ানা এডুলজি।জাদেজা কী বললেনওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট খেলতে ব্যস্ত থাকায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছ থেকে অর্জুন পুরস্কার নিতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজা। তবে সেখান থেকে জানিয়েছেন যে এই পুরস্কার পেয়ে তিনি সম্মানিত। তাঁকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অল রাউন্ডার। অর্জুন পুরস্কার তাঁকে আরও ভালো খেলার জন্য অনুপ্রাণিত করবে বলেও জানিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

# দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ধোনির বাদ পড়ার কারণ জানালেন নির্বাচক প্রধান

মুম্বই: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের ভারতীয় দলে মহেন্দ্র সিং ধোনির না-থাকা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে বিস্তর জল্পনা চলছে। অনেকেই মনে করছেন ধোনিকে বাদ দিয়ে জাতীয় নির্বাচকরা দু''বারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছেন। অনেকেরই ধারণা ধোনির আন্তর্জাতিক কেরিয়ার কার্যত শেষ। বোর্ড কর্তাদের একাংশও মনে করছে যে জাতীয় নির্বাচকরা সামনের দিকে তাকাতে চাইছে। তবে নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রসাদ প্রকৃত কারণ জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ধোনির দলে না-থাকার।নির্বাচক প্রধান বলেন, ''ধোনিকে সিরিজে পাওয়া যাবে না বলেই তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি।'' আসলে ধোনি নিজে থেকে ২ মাসের ছুটি নিয়েছেন। তাঁর ছুটির মেয়াদ শেষ শেষ হচ্ছে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টি-২০ সিরিজ শেষ হবে ওই দিন। স্বাভাবিকভাবেই প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দল নির্বাচনের সময় ধোনির নাম বিবেচনা করা হয়নি।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ছাড়াই আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য টি-২০ সিরিজের দল ঘোষণা করে বিসিসিআই। অর্থাত, ঘরের মাঠে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু চলা টি-২০ সিরিজে উইকেটকিপিংয়ের ব্যাটন থাকছে তরুণ ঋষভ পন্তের হাতেই।ধোনি সুযোগ না-পেলেও টি-২০ সিরিজের স্কোয়াডে ফিরলেন অল-রাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। ক্যারিবিয়ান সফরের টি-২০ স্কোয়াডে থাকা পেসার ভুবনেশ্বর কুমারের পরিবর্তে দলে ঢুকলেন তিনি। যার অর্থ, আরও একবার ভারতীয় দলে পান্ডিয়া ব্রাদার্সকে একসঙ্গে দেখা যাবে।দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের জন্য ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল, শিখর ধাওয়ান, শ্রেয়স আইয়ার, মনীশ পান্ডে, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, ক্রুণাল পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, রাহুল চাহার, খলিল আহমেদ, দীপক চাহার ও নভদীপ সাইনি।

## ৩৭ বছর পর বব মার্লে মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়ালেন শাস্ত্রী

জামাইকা: ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এই মুহূর্তে টেস্ট সিরিজ খেলতে ব্যস্ত ভারতীয় দল। আজ, শুক্রবার থেকে জামাইকায় শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী বব মার্লের মিউজিয়াম ঘুরে দেখেন রবি শাস্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন বোলিং কোচ ভরত অরুণ এবং ফিল্ডিং কোচ শ্রীধর।ভারতীয় দলের হেড কোচ যে বব মার্লের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, সেটা একটা ভিডিওতেই স্পষ্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই সেই ভিডিও প্রকাশ করেছেন শাস্ত্রী। বব মার্লের স্টাইলে বিখ্যাত ''বাফেলো সোলজার'' গানটি নিজেই গাইলেন তিনি। ট্যুইটারে সেই ভিডিও পোস্ট করে শাস্ত্রী লিখেছেন, '' আ ডেট উইথ দ্য লেজেন্ড। '' যখন প্রথমবার এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২১। প্রায় সাড়ে তিন দশক পর তাঁর জামাইকায় আসা সার্থক বলে জানিয়েছেন রবি শাস্ত্রী।

# তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পিভি সিন্ধু

সপরিবারে তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চাম্পিয়ন পিভি সিন্ধু। শুক্রবার সকালে ওই মন্দিরে যান বিশ্বজয়ী ভারতীয় শাটলার। পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি কামেরায় ধরা পড়ে যান।সুইজারল্যান্ডের বাসেলে হওয়া এ বছরের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জাপানের নোজোমি ওকুহারাকে ২১-৭, ২১-৭ গেমে হারান পিভি সিন্ধু। প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে এই খেতাব অর্জন করেন ২৪ বছরের হায়দরাবাদি শাটলার।বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধু২০১৩ ও ২০১৪ সালের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতেন পিভি সিন্ধু। ২০১৭ ও ২০১৮ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রূপো পান হায়দরাবাদি শাটলার। সবমিলিয়ে এই টুর্নামেন্টে পাঁচ নম্বর পদক জিতলেন সিন্ধু।কী প্রার্থনাপিভি সিন্ধু জানান, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানান তিনি। একই সঙ্গে আগামী ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টগুলিতে যাতে তিনি একই ফর্ম ধরে রাখতে পারেন, ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাও করেছেন ভারতের ক্রীড়া আইকন। সিন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও তিরুপতি মন্দির থেকে পুজো দিয়ে বেরোতে দেখা যায়।

## সেহওয়াগের মতে: অলিম্পিক ক্রিকেট ইভেন্টের থেকে অনেক বড় মাপের প্রতিযোগিতা

এএনএম নিউজ ডেস্ক: ভারতে ক্রিকেট ও অলিম্পিক স্পোর্টসগুলির মধ্যে তফাতটাকে যেভাবে দেখা হয়, বাস্তবে ঠিক তার উলটো ছবি দেখতে পাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওপেনারের মতে, অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমসের মতো বহুজাতিক প্রতিযোগিতাগুলি ক্রিকেট ইভেন্টের থেকে অনেক বড় মাপের।একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সেহওয়াগ বলেন, ''আমি সবসময় মনে করি অলিম্পিক ও কমনওয়েলথ গেমসের আসর ক্রিকেটের থেকে অনেক বড়। আমার মনে হয় অ্যাথলিটদের আরও ভালো পরিচর্যা হওয়া উচিত।

## আফ্রিদিকে কিন্ডারগার্টেন টিউটোরিয়াল পাঠাতে চাইলেন গৌতম গম্ভীর

আফ্রিদিকে মানুষ করতে এবার কিন্ডারগার্টেন টিউটোরিয়াল পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন গৌতম গম্ভীর! কাশ্মীর নিয়ে আবারো বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে এই দুই প্রাক্তন তারকার। আফ্রিদির করা একটি টুইটের জবাবে এই মন্তব্য করেন গম্ভীর। বুধবার আফ্রিদি লেখেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে সবার এগিয়ে আসা উচিত। শুক্রবার ''মাজার এ কুয়াইদ''-এ দুপুর ১২টার সময় আমি থাকছি। ৬ সেপ্টেম্বর এক শহীদের বাড়িতেও যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণরেখায় দেখা হচ্ছে।''আফ্রিদির এই টুইটের জবাবে গম্ভীর লেখেন, ''এই ছবিতে শহীদ আফ্রিদি নিজেকেই প্রশ্ন করছে, এমন কোন কাজ করলে শহীদ আফ্রিদিকে লজ্জিত করা যায়! সেইসঙ্গে আরও এক বার প্রমাণ হল, এখনও পরিণত হতে ওর অনেক সময় লাগবে। তাই আমি ঠিক করেছি, অনলাইন কিন্ডারগার্টেন টিউটোরিয়াল অর্ডার করে ওকে পাঠাব।'' কাশ্মীরের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন তারকা জাভেদ মিয়াঁদাদ।

# লাল-হলুদের নতুন তারকা রবিবাসরীয় ডার্বিতে থাকবেন গ্যালারিতে

দ্য ওয়াল ব্যুরো: গত শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছিল ষষ্ঠ বিদেশি চূড়ান্ত করার খবর। এই শুক্রবার জানিয়ে দেওয়া হল তাঁর শহরে আসার দিনক্ষণ। শনিবার কলকাতায় পা রাখছেন লাল-হলুদের নতুন তারকা জুয়ান মেরা গঞ্জালেস। ফলে রবিবাসরীয় ডার্বির গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে বড় ম্যাচ দেখবেন তিনি। গত মরসুমে কলকাতা লিগের ডার্বি গ্যালারিতে বসেই দেখেছিলেন স্প্যানিশ কোচ আলেজান্দ্রো মেনেন্ডেজ। তাঁরই ছাত্র গঞ্জালেস এ বার থাকবেন গ্যালারিতে। আর স্যার থাকবেন ডাগ আউটে। গঞ্জালেসের সঙ্গে কোলাডোর অত্যন্ত ভাল বন্ধুত্ব। তাঁর কাছ থেকেই নিতুন স্প্যানিশ তারকা শুনেছেন কলকাতা ডার্বির কথা। গত প্রায় এক দশক ধরে ইস্টবেঙ্গল শেষ বিদেশিকে চূড়ান্ত করেছে আই লিগের মাঝ পথে। কখনও বার্নার্ড মেন্ডি এসেছেন প্রায় আই লিগের মাঝ পথে, কখনও এনরিকে এসকুইদা এসেছেন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর। অনেক বছর পর এ বারই প্রথম ইস্টবেঙ্গল এতটা আগে ষষ্ঠ বিদেশি চূড়ান্ত করেছে। আর তিনি চলেও আসছেন শনিবার।

**NOTICE INVITING E-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/22/2019-20 dated 29-08-2019**

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17/09/2019.

| Sl No | Name of the work | Estimated cost | Earnest Money | Time of Completion | Last date & time document down-loading and bidding | Time and date of opening of Bid | Document down-loading and bidding application | Class of bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of Bus terminal at Nagerjala, Agartala under NLCPR (Phase-I) / (i) Construction of Terminal building (ii) Construction of Rehabilitated shops/ SH: Building portion including internal water supply & sanitary installation/ Providing internal electrification work thereof. DRAFT NIT No: CE(Buildings)/PWD/DNIT/ ACE/Project/18/2019-20. | Rs. 45,40.032.00 | Rs. 45,400.00 | 365(three sixty five) days | U pto 15.00 Hrs on 17/09/2019 | At 15.30 Hrs on 20/09/2019 | http:// tripuratgenders.gov.in | Appropriate Class |

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-978/19

**For and on behalf of the Governor of Tripura**
**(DHRUBAPADA DEBNATH)**
**Executive Engineer,**
**Internal Electrification Division,**
**PWD (Buildings), Agartala, West Tripura**

**Notice Inviting Tender for hiring of "Vehicle" for Office use**

Sealed Tenders are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for Hiring of Commercial " TATA Indica eV2/ Mahindra Bolero/ Maruti Van (OMNI) or other equivalent" for Office use of the Directorate of Information Technology. Detailed terms & conditions may be seen at www.dit.tripura.gov.in.

The interested tenderers may drop the tenders at the office of the undersigned on or before 13th September, 2019 by 2 P.M.

**Director**
**Directorate of Information Technology,**
**ICA/C/972/19** **Govt. of Tripura**

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গত ১৬ই আগষ্ট, ২০১৯ইং হইতে রাজ্য পুলিশ, রিক্সা সমেত সকল প্রকার যানবাহনের জন্য সকাল ৯.৩০ ঘটিকা থেকে ১১ ঘটিকা পর্যন্ত কর্ণেল চৌমুহনী থেকে উত্তর গেইট পর্যন্ত রাস্তাকে এবং বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে ৬.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত উত্তর গেইট থেকে কর্ণেল চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তাকে একমুখী রাস্তা হি সাবে পরীক্ষামূলক ভাবে চালনা করিয়াছেন। যাতায়াতের সুবিধার্থে উক্ত ব্যবস্থাপনা আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হইতে পরবর্তী আদেশ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

অতএব, সকাল ৯.৩০ ঘটিকা থেকে ১১ঘটিকা পর্যন্ত সময়ে রাধানগর মোটরস্ট্যান্ডের দিক হইতে আগত সমস্ত প্রকার যান কেবলমাত্র বাদিকের বোধজং চৌমুহনী হয়ে মহিলা কলেজ গামী রাস্তাটি (এক মূখী রাস্তা হিসাবে) অনুসরণ করিবে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ মহিলা কলেজের দিক হইতে বোধজং চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তায় কোন প্রকার যান আসিতে পারিবে না। অনুরূপে, বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকার মধ্যে সমস্ত প্রকার যান মহিলা কলেজের দিক হইতে বোধজং চৌমুহনীর দিকে একমূখী রাস্তা হিসাবে চলাচল করিতে পারিবে।

বহুজন হিতায়

**ICA/D-834/19-20** সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, ট্রাফিক
ত্রিপুরা ঃ আগরতলা

জাগরণ 31 August, 2019, Saturday আগরতলা ৩১ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ১৩ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019



# চিন্ময়ানন্দ মামলা : শীর্ষ আদালতে পেশ করা হোক নিখোঁজ আইনের ছাত্রীকে, যোগী সরকারকে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): বেশ কিছুদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোঁজ মিলেছে নিখোঁজ আইনের ছাত্রীরঊ এই ছাত্রীই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেনঊ আইনের এই ছাত্রীকে শীর্ষ আদালতে পেশ করার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টঊ উত্তর প্রদেশ সরকারের আইনজীবীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর ভানুমতি শুক্রবার প্রশ্ন করেন, ওই ছাত্রী এখন কোথায় আছে? আজ কতক্ষণের মধ্যে আদালতে পেশ করা হবে? এরপর উত্তর প্রদেশ সরকারের আইনজীবী জানান, ওই ছাত্রীকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য আড়াই ঘন্টা সময় লাগবেঊ এরপর ওই ছাত্রীকে আদালতে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন বিচারপতিঊ বিচারপতি আর ভানুমতি জানান, ওই ছাত্রীর সঙ্গে নিজের চেম্বারে কথা বলবঊ তার পরই প্রকাশ্য আদালতে শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, শুনানি চলাকালীন এদিন যোগী আদিত্যনাথ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজস্থানের জয়পুরে খোঁজ মিলেছে ওই ছাত্রীর। রাজস্থান থেকে ওই ছাত্রীকে শাহজাহানপুরে নিয়ে আসা হচ্ছেঊ আইনজীবী শোভা গুপ্তা জানান, ওই ছাত্রীর সুরক্ষা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্নঊ মিডিয়ার পক্ষ থেকে এটা বলা হচ্ছে যে, ওই ছাত্রীকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তবে ক্যামেরায় দেখা যায়নিঊ তখন বিচারপতি ভানুমতী বলেন, আদালতে জানান ওই ছাত্রীকে কোর্টে আনতে কতটা সময় লাগবে?

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ছ'দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোঁজ মিলেছে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরের নিখোঁজ কলেজ ছাত্রীরঊ রাজস্থানে খোঁজ মিলেছে ওই ছাত্রীরঊ ওই ছাত্রীর বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়ের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা স্বামী চিন্ময়ানন্দঊ চিন্ময়ানন্দের ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত একটি কলেজের (এস এস আইন কলেজ) ছাত্রী ওই মেয়েটিঊ গত ২৪ আগস্ট থেকে ওই ছাত্রীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নিঊ গত ২৫ আগস্ট ওই ছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে অভিযোগ করে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছেঊ ওই ভিডিও বার্তায় চিন্ময়ানন্দের নাম উল্লেখ না করলেও ওই তরুণী জানায়, সন্ত সম্প্রদায়ের একজন প্রবীণ নেতাই অভিযুক্তঊ দীর্ঘ ছ'দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে ওই ছাত্রীর খোঁজ মিলেছে।

# দিল্লিতে ভেঙে পড়ল তিন-তলা বহুতলের একাংশ : মৃত্যু মহিলার, গুরুতর আহত দু'জন

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে তিন-তলা বহুতলের একাংশ ভেঙে বিপত্তি! ইট-কংক্রিট-সহ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলারঊ এছাড়াও আরও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ দিল্লির সময়পুর বাদলিতে অবস্থিত জীবন পার্ক এলাকার ঘটনাঊ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ বহুতলটি ভেঙে পড়ার সময় প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে ছিলেনঊ বহুতলের যে অংশটি ভেঙে পড়ে, সেখানে প্রথম-তলায় ৮ জন ঘুমিয়ে ছিলেন, দোতলায় ঘুমিয়ে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ দিল্লির সময়পুর বাদলিতে অবস্থিত ৮ নম্বর গলির জীবন পার্ক শঙ্কর চৌকের কাছে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি তিন-তলা বহুতলের একাংশঊ সেই সময় ওই বাড়ির ভিতরে প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে ছিলেনঊ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান মহিলা-সহ তিনজনঊ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ বাকি দু'জন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ নিহত মহিলার নাম হল, পুনম (১৯)ঊ গুরুতর আহত হয়েছেন পুনমের স্বামী ছোট্টু (২২) এবং প্রবীণ নামে ২৭ বছর বয়সি একজন যুবকঊ পুলিশ সূত্রের খবর, বহু বছরের পুরনো ওই বহুতলটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিলঊ ওই বিল্ডিংয়ে ৩০-৩৫ জন ভাড়াটে থাকেন।

# ফের হামলার মুখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি-তৃণমূল ধস্তাধস্তিতে ধুন্ধুমার লেকটাউনে

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ফের আক্রমণের মুখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে প্রাতঃভ্রমণ এবং 'চায়ে পে চর্চা'-তে বার হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সঙ্গী ও দেহরক্ষী। লেক টাউনে একদল ছেলে তাঁদের ওপর চড়াও হয়। বিজেপি-র তরফে দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অভিযোগ করা হয়েছে, আক্রমণকারীরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। স্থানীয় কাউন্সিলর প্রায় আড়াইশ ছেলে নিয়ে এসে তর্ক জুড়ে দেয়। দিলীপবাবুর রক্ষী ও সঙ্গীরা হস্তক্ষেপ করলে হামলাকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। দিলীপবাবু আহত না হলেও, তাঁর দুই সঙ্গী আহত হয়েছেন বলে দলের দাবি। কিছুক্ষণের মধ্যে হামলাকারীরা চলে যায়। তৃণমূলের তরফে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এরপর বিজেপি সমর্থকরা এলাকায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁরা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'বিজেপি জিন্দাবাদ' এবং 'ভারতমাতা কী জয়' বলে ধ্বণি দিতে থাকেন। দলনেতার ওপর আক্রমণের নিন্দা করেন। এলাকায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রেফতারের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

এর আগে পঞ্চায়েত ভোটের আগেও সাতসকালে নির্বাচনী প্রচারে বার হওয়ার মুখে দিলীপবাবুকে লক্ষ্য করে কে বা কারা পাথর ছুঁড়েছিল। সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর গাড়ির কাঁচে লাগে। কাঁচ ভেঙে যায়। দলীয় নেতৃত্বের কাছে খবর ছিল ফের দিলীপ ঘোষের ওপর আক্রমণ হতে পারে। সেই কারণে ক'দিন আগেই তাঁর বাড়ি বদল করা হয়। বিজেপি সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে লেকটাউনের দক্ষিণ দাঁড়ি রোড এলাকায় চায়ে পে চর্চা-র আয়োজন করা হয়েছিল।

সেই উপলক্ষ্যে পতাকা লাগাতে গেলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়। পরে দিলীপ ঘোষ এলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সামনেই তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দিলীপ ঘোষকে তাড়া করা হয় বলেও অভিযোগ। প্রসঙ্গত, এর আগে দার্জিলিংয়ে দিলীপবাবুকে প্রকাশ্যে একদল ছেলে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। দক্ষিণবঙ্গের এক জেলাতেও একবার সম্প্রতি তাঁর ওপর আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে।

শুক্রবার রাজধানী সিপিআই(এম) সদর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# ফিট ইন্ডিয়া : ভারত জুড়ে সাড়ে বারো হাজার আয়ুষ প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোদী সরকার

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : "ফিট ইন্ডিয়া" গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। সারা ভারত জুড়ে প্রায় ১২,৫০০ আয়ুষ সেন্টার তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে শুক্রবার জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়ুষ মন্ত্রক আয়োজিত "যোগ পুরস্কার প্রদান" অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আপাতত চলতি বছরে প্রায় ৪০০০ আয়ুষ সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন চিকিতা ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আয়ুষ (ঙ্ডড্ডহ্ল)-এর ঙ-তে আয়ুর্বেদ্ধ-তে যোগ, ড্ড-তে ইউনানি, ছ-এ সিদ্ধা, ছ- এ হোমিওপ্যাথি, এই দর্শনের ওপর ভর করেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই অভিনব প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার পক্ষে এগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন যোগ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা ভারত জুড়ে ১২,৫০০টি আয়ুষ স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য দফতর গড়ে তোলা হয়েছিল। মোদী এদিন আরও জানান, 'চলতি বছরেই ৪০০০টির বেশি আয়ুষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। হরিয়ানায় আজ ১০টি আয়ুষ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে। আয়ুষ এবং যোগ, "ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট"-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।' প্রাচীন ভারতে যোগের যে শিকড়গুলি নিহিত রয়েছে সেই প্রসঙ্গও এদিন উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের হাজার বছরের পুরনো সাহিত্য রয়েছে এবং বেদে গুরুতর রোগ সম্পর্কিত চিকিতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের প্রাচীন চিকিতা গবেষণাকে আধুনিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে খুব একটা সফল হতে পারিনি। আয়ুর্বেদেও মারাত্মক রোগের চিকিতার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। এটি মাথায় রেখে, বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে বিগত পাঁচ বছরে এই পরিস্থিতি বদলানোর প্রচেষ্টা করছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, নিবারণ এবং সামর্থ্যের সঙ্গে দেশে পরিকাঠামোও দ্রুত উন্নতি করছে। দু"দিন আগে সরকার ৭৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি কেবল মারাত্মক রোগের চিকিৎসার সুবিধাই বাড়িয়ে তুলবে না, এমবিবিএস-এ প্রায় ১৬ হাজার আসনও বাড়াবে।

# বিজেপি রাজ্য সভাপতির ওপর আক্রমণের চেষ্টা, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ওপর আক্রমণের চেষ্টার প্রতিবাদ জানানোর অনুমতি দেওয়া হল না পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। এদিন অপর একটি ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি-তে যোগ দেওয়া বনগাঁর বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। ভাঙচুর হয়েছে তাঁর গাড়ি। এই দুই ঘটনার ব্যাপারে পরে বিজেপি-র পরিষদীয় দলের তরফে বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে বিজেপি।

এ দিন সকালে লেকটাউনে দিলীপবাবু প্রাতভ্রমণে বার হলে তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা হয়। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর প্রায় আড়াইশ ছেলে নিয়ে এসে তর্ক জুড়ে দেয়। দিলীপবাবুর রক্ষী ও সঙ্গীরা হস্তক্ষেপ করলে হামলাকারীদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। দিলীপবাবু আহত না হলেও তাঁর দুই সঙ্গী আহত হয়েছেন বলে দলের দাবি। কিছুক্ষণের মধ্যে হামলাকারীরা চলে যায়। তৃণমূলের তরফে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এরপর বিজেপি সমর্থকরা এলাকায় সমবেত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁরা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'বিজেপি জিন্দাবাদ' এবং 'ভারতমাতা কী জয়' বলে ধ্বণি দিতে থাকেন। দলনেতার ওপর আক্রমণের নিন্দা করেন। এলাকায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রেফতারের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশন শুরুতেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি করেন দলের পরিষদীয় নেতা মনোজ টিগ্গা। প্রসঙ্গটি তিনি অধ্যক্ষের নজরে আনতে চান। অধ্যক্ষের আপত্তি সত্বেও মনোজবাবু কিছু বলার চেষ্টা করলে অধ্যক্ষ 'পরে পরে' বলে থামিয়ে দেন।

কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা হয়নি। অধিবেশনের প্রথমার্ধ শেষে মনোজবাবু দলের তিন বিধায়ক স্বাধীন কুমার সরকার, আশিষ বিশ্বাস এবং জুয়েল মূর্মুকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

মনোজবাবু বলেন, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যের শাসক দলের এ রকম সন্ত্রাস চলছে। কবে শেষ হবে এই সন্ত্রাস? ২০২১-এ? পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। বনগাঁর বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস ও তাঁর ২-৩ জন সঙ্গী আজ বিধানসভায় আসার পথে আক্রান্ত হয়েছেন। ভাঙচুর হয়েছে ওনার গাড়ি।

মনোজবাবু অভিযোগ করেন, এ রাজ্যে মানুষের কণ্ঠরোধ হচ্ছে। সুপার এমার্জেন্সি চলছে। অমিত শাহর হেলিকপ্টার অবতরণ থেকে বিজেপি-র দলীয় সভার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। গত পর্শু এই অধিবেশনেই জাঢ়িয়ানওয়াবাগ হত্যাকান্ডের ১০০ বছর পূর্তি স্মরণ অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার প্রসঙ্গ উঠেছিল। সেই অত্যাচার এখনও চলছে। ২০২১-এ এই অবস্থার অবসান হবে। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করুন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে দার্জিলিংয়ে দিলীপবাবুকে প্রকাশ্যে একদল ছেলে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। দক্ষিণবঙ্গের এক জেলাতেও একবার সম্প্রতি তাঁর ওপর আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে। গত বছর পঞ্চায়েত ভোটের আগে এক সকালে নির্বাচনী প্রচারে বার হওয়ার মুখে দিলীপবাবুকে লক্ষ্য করে কে বা কারা পাথর ছোঁড়ে। সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর গাড়ির কাচে লাগে।

কাচ ভেঙে যায়। দলীয় নেতৃত্বের কাছে খবর ছিল ফের তাঁর ওপর আক্রমণ হতে পারে। সেই হিসাবে ক'দিন আগে তাঁর সল্ট লেকের বাড়ি ক'দিন আগেই অন্য ব্লকে বদল করা হয়।

শুক্রবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে মর্নিং ওয়াক এবং 'চায়ে পে চর্চা'-তে বার হয়েছিলেন। লেক টাউনে একদল ছেলে তাঁদের ওপর চড়াও হয়। বিজেপি-র তরফে দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অভিযোগ করা হয়েছে আক্রমণকারীরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক।

# নীতিশ সরকারের নয়া নির্দেশিকা : সচিবালয়ে নিষিদ্ধ জিন্স ও টি-শার্ট, কার্যকর সমস্ত কর্মীদের জন্য

পাটনা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): নয়া নির্দেশিকা জারি করল নীতিশ কুমার সরকারঊ একইসঙ্গে চালু হল নতুন পোশাক বিধিঊ এবার থেকে বিহারের সচিবালয়ে জিন্স এবং টি-শার্ট-এর মতো পোশাক পরতে পারবেন না সরকারি কর্মীরাঊ এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সমস্ত সরকারি কর্মীদের জন্যইঊ পাশাপাশি নতুন পোশাক বিধি অনুযায়ী, সচিবালয়ের কর্মীদের সংযত, সাধারণ এবং আরামদায়ক পোশাক পরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুক্রবার সকালে নির্দেশিকা জারি করে বিহার সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সচিবালয়ে এবার থেকে জিন্স এবং টি-শার্ট-এর মতো পোশাক পরতে পারবেন না সরকারি কর্মীরাঊ জিন্স এবং টি-শার্ট-এর পরিবর্তে সংযত, সাধারণ এবং আরামদায়ক পোশাক পরতে হবে কর্মীদেরঊ নীতিশ কুমার সরকারের এই নয়া নির্দেশিকায় সরকারি কর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ থাকলেও, কেউই মুখ খোলেননি।

# ফের বাড়ল হেফাজতের মেয়াদ, ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (হি.স.): ফের বাড়ল পি চিদম্বরমের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) হেফাজতের মেয়াদঊ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে তৃতীয়বারঊ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় ধৃত পি চিদম্বরমকে আগামী ২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে পাঠাল বিশেষ সিবিআই আদালতঊ আইএনএক্স মামলার শুনানিতে শুক্রবারদিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমকেঊ

এদিন শুনানির সময় সিবিআই-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়, জিজ্ঞাসাবাদে অসহযোগিতা করছেন না পি চিদম্বরমঊ তাই পুনরায় তাঁকে সিবিআই হেফাজতে পাঠানো হোকঊ চিদম্বরম নিজে এদিন আদালতে সওয়াল করে বলেন, নতুন কোনও প্রশ্ন নেই চিদম্বরমেরঊ তাও জেরা করা হচ্ছেঊ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়েও জেরা করা হচ্ছে নাঊ উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর তৃতীয়বারের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠানো হয়েছে পি চিদম্বরমকেঊ আগামী ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-অর্থমন্ত্রীকে জেরা করতে।

# বাড়তে চলেছে ইপিএফ-এ সুদের হার

মুম্বাই, ৩০ আগস্ট (হি. স.) : খুব শীঘ্রই বাড়তে চলেছে ইপিএফ-এ সুদের হার । এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক খুব শিগগিরি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী সন্তোষ গাংওয়ার। তিনি বলেন, ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বছর থেকেই ৮.৬৫ শতাংশ হারে ইপিএফ-এর আমানতের উপরে সুদ পাবেন কর্মচারীরা। এই ঘোষণার ফলে উপকৃত হবেন প্রায় ৬ কোটি চাকুরিজীবী।

বর্তমানে কর্মচারী ভবিষ্য নিধি তথা ইমপ্লয়িস প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৮.৫৫ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হয়। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে এটা স্থির করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর ইপিএফ-এ সুদ বাড়েনি। শুক্রবার, ফিকি-তে এক অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী জানান, এপিএফ-এ ৮.৬৫ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রকও আপত্তি করেনি। খুব তাড়াতাড়ি এই ইস্যুতে নোটিফিকেশন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম মন্ত্রী। ফিকির এক কনফারেন্সের পর সাংবাদিকদের ইপিএফে সুদের হার বৃদ্ধির কথা জানান শ্রম মন্ত্রী। তিনি বলেন অর্থ মন্ত্রকের সম্মতি মেলার পরেই নোটিফিকেশন জারি করা হবে।

# ফের দাম কমল ডিজেলের, পেট্রোলের দর অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩০ আগস্ট (হি.স.): আবারও স্বস্তি পেল মধ্যবিত্ত। ফের কমল ডিজেলের দাম, তবে পেট্রোলের দর অপরিবর্তিত। জ্বালানি তেলের দর আবারও কমায় হাঁফ ছেড়েছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে শুক্রবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে ডিজেল-এর দর। কলকাতায় শুক্রবার ০.০৫ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন ডিজেলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৬৭.৬৩ টাকা। কলকাতা-সহ দেশের সমস্ত মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম এদিন অপরিবর্তিত। অপরিবর্তিত থাকার পর কলকাতায় পেট্রোলের দাম এখন লিটারে ৭৪.৭১ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার পাশাপাশি, শুক্রবার ডিজেলের দাম কমেছে দিল্লি এবং মুম্বইয়েওঊ দিল্লিতে ০.০৫ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৫.২৫ টাকা প্রতি লিটার। অপরিবর্তিত থাকার পর

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।